

উত্তপ্ত বিধানসভা অগ্নিমিত্রা পনের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপি বিধায়কদের ওয়াকআউট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বিধানসভায় সোমবার তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হল বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পনের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। প্রস্তোত্তর পর্ব চলাকালীন তার বক্তব্য ঘিরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে বাষ্পিতগু চরমে ওঠে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে বিজেপির সমস্ত বিধায়ক প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে এবং বিধানসভার শালীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন বিধানসভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপনের সময় অগ্নিমিত্রা পল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের প্রশাসনিক বার্থতা ও বিরোধীদের কঠোরোধের অভিযোগ উঠে আসে। এই মন্তব্যের পরই শাসক দলের বিধায়করা তীব্র আপত্তি জানান। তাঁদের দাবি, অগ্নিমিত্রা পলের বক্তব্য বিধানসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং তা অসংসদীয়। সঙ্গে সঙ্গে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি ওঠে। স্পিকার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানান। তবে শাসক দলের পক্ষ থেকে ক্রমাগত আপত্তি ও শোরগোল চলতে থাকে। অগ্নিমিত্রা পল তার বক্তব্যে অনড় থাকেন এবং বলেন যে তিনি কোনও অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করেননি, বরং জনগণের হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই অবস্থানে আরও ক্ষুব্ধ হন শাসক দলের বিধায়করা। মুহূর্তের মধ্যে সভাকক্ষ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, একাধিক বিধায়ক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং বাক্যুদ্ধ শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে স্পিকার অগ্নিমিত্রা পলকে তার মন্তব্য পুনর্বিনোদার অনুরোধ জানান। তবে বিজেপি শিবিরের দাবি, বিরোধীদের কথা বলতেই দেওয়া হচ্ছে না এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের কঠোরোধ করা হচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই বিজেপি বিধায়করা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা প্রতিবাদস্বরূপ ওয়াকআউট করবেন। এরপর একে একে বিজেপির বিধায়করা সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান, যা বিধানসভার কার্যক্রমে সাময়িক বাধাঘাত সৃষ্টি করে।বিধানসভা চত্বরে বেরিয়ে বিজেপি বিধায়করা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তোলেন। তাঁদের বক্তব্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের কথা বলার অধিকার রয়েছে, কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় সেই অধিকার ক্রমাশ্র সংকুচিত করা হচ্ছে। অগ্নিমিত্রা পলের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তা বিরোধী কণ্ঠ দমন করবার উদ্দেশ্যে বলা দাবি করেন তারা। বিজেপির মতে, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যেতে শাসক দল পরিকল্পিতভাবে হটগোল সৃষ্টি করেছে।

কৃষিক্ষেত্র বিক্রির অভিযোগ খারিজ! আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তিতে কী পেল ভারত, কীই বা ছাড়ল-স্পষ্ট করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকার সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তুলে। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, এই চুক্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষিক্ষেত্রকে কার্যত ' করে দিয়েছে। সেই অভিযোগ সরাসরি নস্যাৎ করল কেন্দ্র। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন-ভারতের কৃষিক্ষেত্র সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে, কোনও ভাবেই তা খুলে দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ টানাপড়ের, দরকষাকষি এবং কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধের পর অবশেষে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে সমঝোতা হয়েছে। গত সপ্তাহেই প্রথম এই সমঝোতার কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে তা নিশ্চিত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার দুই দেশের তরফে অন্তর্বর্তী সমঝোতা নিয়ে যৌথ বিবৃতি প্রকাশের পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পীযুষ গোয়েল। বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, এই চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর আমেরিকার শুল্কের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশে নামছে। শুধু তাই নয়, রুশ তেল কেনার কারণে ভারতীয়

পণ্যের উপর যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন, সেটিও প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এর ফলে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অনেকটাই শক্তিশালী হবে বলে দাবি কেন্দ্রের। পীযুষ গোয়েল আরও বলেন, আমেরিকায় যেসব দেশের সঙ্গে ভারতের সরাসরি প্রতিযোগিতা রয়েছে, তাদের তুলনায় এখন ভারত অনেক সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, চিনা পণ্যের উপর বর্তমানে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। ডিয়েতনাম ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে

সেই হার ২০ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ। সেখানে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক মাত্র ১৮ শতাংশ। শুধু তাই নয়, এই বাণিজ্যিক সমঝোতার ফলে সমস্ত কৃষিপণ্য বিনা শুল্কে আমেরিকায় রপ্তানি করতে পারবে ভারত। এতে দেশের কৃষক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সরাসরি লাভবান হবে। একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে জানান, যেসব পণ্যে ভারত স্বনির্ভর এবং যেগুলি দেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য সংবেদনশীল, সেগুলিকে এই চুক্তির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। জেনেটিকালি মডিফায়ড (জিএম) ফসল, মাংস, পোলট্রি, দুগ্ধজাত পণ্য, সয়াবিন, ভুট্টা, চাল, গম, চিনি এবং জোয়ার, বাজরা, রাগির মতো শস্য কম শুল্কে আমেরিকা থেকে আমদানির কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। এছাড়াও কলা, স্ট্রবেরি, চেরি, সাইট্রাস ফল, গ্রিন টি, কাবুলি ছোলা, মুগ, তেলবীজ, চিনাবাদাম, নন-আলকোহলিক পানীয়, স্টার্চ, ইথানল এবং তামাকজাত পণ্যও কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি বলে স্পষ্ট করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে কেন্দ্রের বার্থ একটিই-এই বাণিজ্যচুক্তি ভারতের শিল্প ও রপ্তানিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু দেশের কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হয়নি। বিরোধীদের অভিযোগকে ' বলেই কার্যত খারিজ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

কিছু নির্দিষ্ট পণ্য বিনা শুল্কে আমেরিকায় রপ্তানির সুযোগও পাচ্ছে ভারত। স্মার্টফোন তার অন্যতম উদাহরণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-কৃষিক্ষেত্র। বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে গোয়েল স্পষ্ট করে বলেন, ভারতের কৃষিখাত পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। তার দাবি, মশলা, চা, কফি, নারকেল তেল, কাজু, বিভিন্ন ফল ও সবজি-এই



জোটের অঙ্কে ধোঁয়াশা! শরিক অসন্তোষ সামলাতে আলাদা আলোচনায় বিমান

নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ছাত্রশিবির বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জোট-অঙ্ক ক্রমেই জটিল আকার নিচ্ছে। তৃণমূল ও বিজেপির বিরোধী শিবিরে যেখানে কৌশল নির্ধারণ নিয়ে তুমুল টানাপড়, সেখানে বামফ্রন্টের অবস্থা কার্যত ' করাত'। কংগ্রেস আগেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা একলা চলো নীতিতেই ভোটে নামবে। ফলে দীর্ঘদিনের বাম-কংগ্রেস সমীকরণ ভেঙে যাওয়ার সবচেয়ে বড় ধাক্কা পেতে হচ্ছে সিপিএমকেই। একদিকে পুরনো শরিক কংগ্রেস সত্রে গিয়েছে, অন্যদিকে নতুন বা সম্ভাব্য শরিকদের নিয়ে জোট ভাবনায় ফ্রন্টের অন্দরেই তৈরি হয়েছে তীব্র অসন্তোষ। এই জোট-জটিলতার মাঝেই শরিক দলগুলির ' সামলাতে মাঠে নামতে চলেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি একে একে ফ্রন্টের শরিক দলগুলির সঙ্গে আলাদা

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন। একই সঙ্গে কার সঙ্গে কোন দল জোটে যাবে, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি ডেডলাইনও

বাঁধতেই সেলিমের সাফাই-কথা বলা মানেই জোট করা নয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা শরিক দলগুলির মন ভরাতে পারেনি। বরং বিষয়টি ঘিরে ক্ষোভ

সমঝোতার চেষ্টা করলে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক অবস্থান আরও দুর্বল হবে। শোনা যাচ্ছে, আইএসএফ একাই প্রায় ৫০টি আসনে লাতে আগ্রহী। যদি বামফ্রন্ট সেই দাবি মেনে নেয়, তাহলে পুরো জোট-অঙ্ক নতুন করে সাজাতে হবে। সেক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি সহ অন্যান্য শরিকদের জন্য কতগুলি আসন ছাড়া হবে, তা নিয়েও নতুন করে দর কষাকষি শুরু হবে। এই অঙ্ক মেলানোই এখন সবচেয়ে বা চ্যালেঞ্জ বাম নেতৃত্বের কাছে। এই পরিস্থিতিতেই বিমান বসুর সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞ এই বাম নেতা নিজে আলোচনায় বসে শরিকদের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করবেন বলেই খবর। অন্যদিকে, আগামী ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকের আগেই জোট সংক্রান্ত যাবতীয় জট কাটাতে বিমান সিপিএম নেতৃত্ব। মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তীরা চাইছেন, ভোটের প্রস্তুতির আগেই



বৈষে দেওয়া হয়েছে বামফ্রন্টের তরফে। এই গোটা জটিলতার সূত্রপাত জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের একান্ত বৈঠককে ঘিরে। ভোটের আগে এমন বৈঠক যে জোট জল্পনা উসকে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। বিতর্ক দানা

আরও বেড়েছে। বামফ্রন্টের বৈঠকে ফরওয়ার্ড ব্লকের, আগামী ১৮ নরেন চট্টোপাধ্যায় এবং আরএসপির তপন হোড়রা প্রকাশ্যেই আপত্তি তোলেন। শুধু হুমায়ুন কবীর নয়, নওগাদ সিদ্দিকির আইএসএফ-এর সঙ্গে সম্ভাব্য জোট নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। শরিকদের বক্তব্য, ' সঙ্গে

রাজ্যে ভোটের প্রস্তুতি চলছে

চাপে নির্বাচন কমিশন এসআইআর এর সময়সীমা বাড়ল, শুনানি আরও ৭ দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে ভোটের প্রস্তুতি চলছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তের কাজের চাপ এবং তথ্য আপলোডের বিলম্ব নির্বাচন কমিশন-কে এসআইআর (সার্জিক্যাল ইনকোয়ারির রেকর্ড)-এর সময়সীমা বাড়তে বাধ্য করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এই ঘোষণা করেন। সাধারণত নির্বাচনের প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ সময়মতো শেষ করা হয়। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে, কিছু জেলা বা এলাকা এখনও তাদের শুনানির কাজ শেষ করতে পারেনি। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় তথ্য আপলোড এবং যাচাই প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই অবস্থায় জেলাশাসকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়ানো। আগরওয়ালের বক্তব্য অনুযায়ী, আপাতত আগামী ৭ দিন এই শুনানি চলবে। অর্থাৎ মূলত ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও তথ্য যাচাই চলছে, কোথাও তথ্য যাচাই চলছে, কোথাও তথ্য যাচাই চলছে, কোথাও তথ্য যাচাই চলছে। এই সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ সম্ভব নয়। আগরওয়াল বলেন, আমরা চাই, সব ভোটার তালিকা সঠিক ও যাচাই করা অবস্থায় প্রকাশিত হোক। তাই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শেষ মুহূর্তে এই ধরনের সময়সীমা বৃদ্ধি বিরল নয়। বিশেষ করে বহু জেলা ও ব্লকে শুনানি



কোনও ভুল থাকলে সংশোধনের সুযোগ পাবেন। এতে ভোটের দিন ভোটারদের সময়সার সম্মুখীন হওয়া রোধ করা সম্ভব হবে। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত দেশের ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নির্ভুলতা বজায় রাখার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। আগামী ৭ দিনে সমস্ত শুনানি শেষ হওয়ার পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে, যাতে ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়। এভাবে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ভোটার তালিকার সঠিকতা নিশ্চিত হচ্ছে, যা ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চাপে পড়ে নীতিবদল নির্বাচন কমিশনের এসআইআর পর্বে ভোটের পরিচয়ের নথি হিসেবে স্বীকৃতি পেল ডোমিসাইল সার্টিফিকেট

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন পর্বে শেষ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ নীতিবদল করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন নির্ধারিত ১১টি নথির পাশাপাশি এবার থেকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা পারমানেন্ট রেসিডেন্স সার্টিফিকেটও ভোটের পরিচয়ের বৈধ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। শনিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্য নির্বাচনী দপ্তরকে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বহু সাধারণ ভোটার, যারা এতদিন প্রয়োজনীয় নথির অভাবে সমস্যায় পড়ছিলেন। তবে এই স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছে কমিশন। শুধুমাত্র জেলাশাসক (স্বস্থ), অতিরিক্ত জেলাশাসক অথবা মহকুমা শাসক -এর স্বাক্ষরযুক্ত ডোমিসাইল সার্টিফিকেটই বৈধ বলে গণ্য হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত, পুরসভা বা অন্য কোনও প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকের সহই করা সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না-এই বিষয়টি স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। তৃণমূলের আপত্তি ও রাজনৈতিক চাপ-এসআইআর পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই নির্বাচন কমিশনের একাধিক নির্দেশিকা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষ করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা সংশোধনের জন্য যে নথিগুলি কমিশন তালিকাভুক্ত করেছিল, সেখানে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এবং মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড না থাকায় বিতর্ক তৈরি হয়। এই বিষয়টি নিয়ে খোদা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলেন। তার বক্তব্য ছিল, যদি বিহারে এসআইআর পর্বে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তা কেন নয়? একই প্রশ্ন উঠেছিল মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নিয়েও, যা বহু মানুষের কাছে পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা ও কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করে ভোটারদের হয়রানি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে।সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি ওঠে-গত বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির সময়েও এই প্রসঙ্গ উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজে সওয়াল করতে গিয়ে কমিশনের নথি সংক্রান্ত বিধিনিষেধের

সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একই নির্বাচন কমিশন কীভাবে এক রাজ্যে একটি নথি গ্রহণ করে এবং অন্য রাজ্যে তা বাতিল করে? আইনি মহল ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি ওঠার পরই কমিশনের উপর চাপ আরও বেড়ে যায়। বিহার ও বাংলার জন্য পৃথক নিয়ম নিয়ে যে সমালোচনা তৈরি হয়েছিল, তার জেরেই শুনানির একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে কমিশন নীতিবদল করতে বাধ্য হয়েছে। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কী? ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মূলত কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা-তার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। এই শংসাপত্রে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক বা মহকুমা শাসকের মতো উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্বাক্ষর থাকে, যা একে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য নথিতে পরিণত করে। শিক্ষা, চাকরি, সংরক্ষণ সুবিধা বা সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত? পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর পর্বে বহু ভোটার সমস্যায় পড়েছিলেন, কারণ কমিশন নির্ধারিত নথিগুলি তাঁদের কাছে সহজলভ্য ছিল না। বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষ, শ্রমজীবী শ্রেণি, বয়স্ক নাগরিক ও গ্রামীণ এলাকার বাসিঃ দানের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। বিহারে ২০২৫ সালের এসআইআর পর্বে নির্বাচন কমিশন যেসব নথি গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ছিল। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তা বাদ দেওয়ায় বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছিল। ফলস্বরূপ বহু ভোটার তাঁদের নাগরিক অধিকার হারানোর আশঙ্কায় ভুগছিলেন।এখন কমিশনের নতুন নির্দেশিকায় সেই জট অনেকটাই কাটল বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও অসম্পূর্ণ শুনানি, সময় বাড়ানোর আবেদন- ৭ ফেব্রুয়ারি এসআইআর শুনানির শেষ দিন হিসেবে নির্ধারিত থাকলেও রাজ্যের কয়েকটি জেলায় এখনও শুনানি পর্ব সম্পূর্ণ হয়নি।

নিট-পিজি কাট-অফ বিতর্ক : শীর্ষ আদালত কেন্দ্রকে জবাব দিতে বলল

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : নিট-পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষার কাট-অফ নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত সরব হয়ে উঠেছে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই বিষয়টি তলব করা হল। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারসহ নিট পিজি

পরিচালনাকারী সংস্থা ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজমিনেশন ইন মেডিক্যাল সায়েন্সেস এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কন্সিলন -কে এক সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে নিট পিজি-র মেথাতালিক প্রকাশের পর। প্রথমে

জানানো হয়েছিল, জেনারেল কার্টেসের জন্য কাট-অফ ৫০ পার্সেন্টাইল (২৭৬ মার্কস), শারীরিক প্রতিসন্ধীদের জন্য ৪৫ পার্সেন্টাইল (২৫৫) এবং তরুণিলি জাতিউপজাতি ও ওবিসিদের জন্য ৪০ পার্সেন্টাইল (২৩৫)।

বিকশিত বাংলার জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক প্রকল্প

" ভারতীয় রেলকে নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং আধুনিক করে তোলা আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি। "

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সিউড়ী রোড ওভার ব্রিজ উদ্বোধন

কুমারপুর রোড ওভার ব্রিজ জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

এবং

আসানসোল-বোকারো ট্রেন পরিষেবার শুভ সূচনা

সুবিধা :

- ❖ যানজট হ্রাস; গতিশীলতা বৃদ্ধি
- ❖ ব্যস্ত লেভেল ক্রসিং গেট অপসারণের মাধ্যমে নিরাপত্তা বৃদ্ধি
- ❖ দ্রুত ও মসৃণ সড়ক যান চলাচল এবং নির্বিঘ্ন ট্রেন চলাচল
- ❖ সংলগ্ন রাজ্যগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন; স্থানীয় মানুষ, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের সুবিধা

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার
এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী
(ভিত্তিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে)

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

বিরোধী দলনেতা,
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শ্রী মলয় ঘটক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রঃ, ইএসআই, আইন ও
বিচার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা

সাংসদ

শ্রীমতী শতাবী রায়

সাংসদ

১৫ রবিবার, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ১ বিকেল ৫টা | ৩ সিউড়ী, পশ্চিমবঙ্গ

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ

ভারতীয় রেলওয়ে জাতির সেবায় নিয়োজিত

আমাদের অনুরোধ করুন @easternrailwayheadquarter @EasternRailway @easternrailwayheadquarters @easternrailway5892 | www.er.indianrailways.gov.in

মালয়েশিয়া পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী, বিমানবন্দরে মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা



কুয়ালা লামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দু’দিনের সফরে মালয়েশিয়া পৌঁছেছেন। বিমান বন্দরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম তাকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, ভারত-মালয়েশিয়ার জনগণের মধ্যে সংযোগ উদযাপন করছি। প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এবং আমি কুয়ালালামপুরে কমিউনিটি প্রোগ্রামে যাচ্ছি।শনিবার সকালেই দিল্লি থেকে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী। এদিনই মালয়েশিয়া পৌঁছানো পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, কুয়ালা লামপুরে পৌঁছলাম। বিমানবন্দরে আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উষ্ণ অভ্যর্থনা আমি গভীরভাবে মুগ্ধ। ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও জোরদার করার জন্য আমাদের কংগ্রেসকণনের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

পিছিয়ে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা

অনিকেত নন্দর,কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ছাত্র আন্দোলনের জেরে পিছিয়ে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সেমিস্টার। পিছিয়ে দেওয়া হল এক। এর ফলে মার্চ মাসের ২৭ তারিখ থেকে হবে পরীক্ষা। বিস্তৃপ্তি দিয়ে জানাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে শনিবার জানা গিয়েছে, পরিবর্তিত সূচিতে পরীক্ষা হবে ২৭, ৩০ মার্চ এবং ২ এপ্রিল। তবে ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দিন পরিবর্তন হয়নি। ৬ মার্চ থেকে ২৬ মার্চের মধ্যে কলেজগুলিতে নিতে হবে এই পরীক্ষা।প্রসঙ্গত, বিভিন্ন কলেজে দ্বিতীয় সেমিস্টারের পর তৃতীয় সেমিস্টারের ক্লাস ৪০ দিনও হয়নি। তারই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়মকের পর থেকে পরীক্ষার নির্ধৃত ঘোষণা করা হয়েছে। তার ফলে কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়া সমস্যায় পড়েছিলেন। এই পরিস্থিতি তে ক্যালকটাই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের তরফ থেকে মোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্টিট ক্যাম্পাসে প্রতিবাদও জানানো হয়।

বন্দে ভারত স্লিপারে বাঙালি আমিষ ভোজের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি :দেশের রেল পরিষেবায় নতুন সংযোজন হিসেবে হাওড়া-গুয়াহাটি রুটে যাত্রা শুরু করেছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস। আধুনিক প্রযুক্তি়, আরাধ্যাকর গ্রন্থ ও উন্নত পরিষেবার পাশাপাশি এই ট্রেনে অনাতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে যাত্রীদের জন্য চালু হওয়া খাটি বাঙালি আমিষ ভোজ। প্রথম দিন থেকেই প্রায় পূর্ণ আসন সংখ্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করায় ট্রেনটিকে ঘিরে যাত্রীদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।ভারতীয় রেলের উদ্যোগে চালু হওয়া নতুন খাদ্য তালিকায় বাঙালির স্বাদ ও সংস্কৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শনিবার পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে নিরামিষের পাশাপাশি আমিষ পদ যুক্ত হওয়ায় কথা জানানো হয়েছে।যাত্রীরা বাড়ির খাবারের স্বাদ পাচ্ছেন বলেই মত প্রকাশ করেছেন অনেকেই। মেনুতে রয়েছে কড়াইশুঁড়ির পোলাও, ভাজা মুগ ডাল, মুচুচে ডাউজ, পরোটা, ছানার ডালনা ও চিকেন কড়াই। ভোজের শেষে মিষ্টি হিসেবে রাখা হয়েছে স্কীর কদমারেল কর্তৃপক্ষের মতে, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও আঞ্চলিক খাদ্যসংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েই এই উদ্যোগ। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাজেটে শিলিগুড়ি-বারাণসী হাই-স্পিডে রেল কর্তৃকর যোষণাও রাজ্যের রেলপরিষ্ঠানো উন্নয়েন নতুন সম্ভবনার দ্বার খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তিতে দুধ, ফল, অন্যান্য শস্য সুরক্ষিতঃপীুষ গোয়েল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ ফেব্রুয়ারি :ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তিতে দুধ, ফল, শাকসবজি, মশলা এবং অন্যান্য শস্য সুরক্ষিত। এমনটাই জানানলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীুষ গোয়েল। তিনি ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির প্রশংসা করে জানান, এই চুক্তি ভারতীয় বহুতানিকারকদের জন্য ৬০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার উন্মুক্ত করবে।সামাজিক মাধ্যমে এক বাতায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীুষ গোয়েল জানান, এই চুক্তির অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনবে। তিনি বলেন, এটি বস্ত্র, পাদুকা, চামড়া, প্লাস্টিক ও রবার জাত পণ্য, জৈব রাসায়নিক, গৃহসজ্জার সামগ্রী এবং সস্তশিল্প সহ বিভিন্ন খাতে বড় ধরনের বাজারের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য হতে গেলে রাহুল গান্ধীকে শতবার জন্ম নিতে হবে, তীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ ফেব্রুয়ারি : সংসদের রাজনীতিতে ফের চরম বাকযুদ্ধের আবহ। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এবার তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গত বুধবার তিনি এমন মন্তব্য করেন, যা নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। গিরিরাজ সিংয়ের কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছতে হলে রাহুল গান্ধীকে অন্তত ১০০ বার জন্ম নিতে হবে।এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গিরিরাজ সিং সরাসরি কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বকে কাঠগায় তোলেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কংগ্রেসের রাজনীতি ও সংবাদীয় ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ। গিরিরাজের দাবি, কংগ্রেস আসলে এক ধরনের ‘একগুঁয়েমির রাজনীতি’ করছে, যেখানে যুক্তি বা ইতিবাচক চিন্তার জায়গা নেই। তাঁর মতে, রাহুল গান্ধী ও তাঁর দলের নেতারা নিয়মিতভাবে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে চলেছেন, যা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য লজ্জাজনক।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল কংগ্রেসের সংসদীয় আচরণ নিয়ে ক্ষোভ। তিনি

প্রসেনজিৎকে শুভেচ্ছা জানাতে অভিনেতার বাড়িতে সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : পদ্মশ্রী পাচ্ছেন প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়! শুভেচ্ছা জানাতে শনিবার অভিনেতার বাড়িতে গেলেন সুকান্ত মজুমদার।প্রথমতো, প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারির আগের দিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয় পদ্মসম্মান প্রাপকদের নাম। ২০২৬ এ বাংলায় প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়-সহ মোট ১১ জন এই পুরস্কার পাচ্ছেন। জানা গেছে, শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে।এর জন্য শুভেচ্ছা জানাতে শনিবার প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ছিলেন রুদ্রনীল ঘোষও। এদিন প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন সুকান্তবাবু। দু’জনের মধ্যে কথাও হয় বেশ কিছুক্ষণ। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নয়, একেবারেই সৌজন্য সাক্ষাৎ। বিষয়টি উল্লেখ করে সুকান্ত মজুমদার সংবাদমাধ্যমে বলেন, ‘ রাজনীতি একোয়েই জড়াবেন না প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়। উনি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মহীরূহ একজন ব্যক্তিত্ব। গত ৪০ বছর ধরে বাংলা সিনেমার প্রতি তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।’সুকান্তবাবু বলেন, ‘ তাঁর (প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়ের) পদ্ম পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে শাখার রুদ্রনীল ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সংবর্ধনা জানাতে এসেছিলাম। আমি নিজে সিনেমাপ্রেমী মানুষ তাই সিনেমা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল।’প্রসঙ্গত, প্রসেনজিৎের বাবা বিশুজি চট্টোপাধ্যায়ের ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে নয়াদিল্লি থেকে তৃণমূল ক্ষত্রপের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে ২০১৯ সালে তিনি বিজেপি-তে যোগদান করেন।

কীভাবে কবচ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভারতের রেল নিরাপত্তা জোরদার করছে

নয়াদিল্লি (পিআইবি) :ক বচ (KAVACH) হল, দেশীয়া প্রযুক্তিতে নির্মিত একটি আটোমটিক ট্রেন প্রোটেকশন (ATP) ব্যবস্থা, যা ট্রেন সুরক্ষা ও সংঘর্ষ প্রতিরোধ-উভয় ক্ষেত্রেই সহায়তা করে। বর্তমানে কবচ ব্যবস্থা ২,২০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথে কার্যকর করা হয়েছে। কবচ ৪.০ এখন পাঁচটি রেলওয়ে জুড়ে ১,৩০০-রও বেশি কিলোমিটার জুড়ে চালু রয়েছে। বন্দে ভারত ৪.০ ট্রেনের উন্নত নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অংশ হিসেবে কবচ ৫.০ সংযোজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।ভূমিকা প্রতিটি রেলযাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকে নিরাপত্তাে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর নিরাপত্তা। ক্রমবর্ধমান ট্রেন চলাচল ও উচ্চ গতি সম্পন্ন রেলপথের পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে ভারতীয় রেল তার সম্পদের সর্বাচ্ছ ব্যবহার সুশীলভিত্তি করার পাশাপাশি নিরাপত্তাকে সর্বাচ্ছ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কবচ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহারে রেল দূর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১৪-১৫ সালে ১৩৫টি থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (নভেম্বর পর্যন্ত) তা-তে এসেছে ১১টিতে।রেল নিরাপত্তায় বিনিয়োগ রেল নিরাপত্তা খাতে ধারাবাহিকভাবে



তিনি আরও বলেন, জেনেরিক ওষুধ, রত্ন, এবং বিমানের যন্ত্রাংশের মতো পণ্যের উপর শুল্ক শুন্যে নামিয়ে আনা হবে। এর ফলে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগ আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীুষ গোয়েল টু ইট করে জানিয়েছেন, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য



বলেন, কংগ্রেস সংসদকে নিজেদের দলীয় দফতরের মতো ব্যবহার করছে। সংসদের মর্যাদা ও নিয়ম মানার বদলে তারা বারবার সংসদের বিরুদ্ধেই কথা বলছে। গিরিরাজ সিংয়ের অভিযোগ, কংগ্রেস কখনও গঠনমূলক রাজনীতির পথে হাঁটে না, বরং প্রতিটি বিষয়েই বিরোধিতা করাই মনে তাঁদের একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য।রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আরও কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন গিরিরাজ সিং। তাঁর মতে, বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের স্বার্থের পরিবর্তে স্বভয়মূলক রাজনীতিতে ব্যস্ত। তিনি অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এমন কিছু কাজ করছে, যা কার্যত দেশের বিরুদ্ধেই যায়। এই প্রেক্ষাপটে তিনি রাহুল গান্ধীকে ‘মিথ্যাবাদী বলেও আক্রমণ করেন এবং দাবি করেন, দেশের মানুষের

জন্মুতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পৌরহিত্য করলেন অমিত শাহ

জন্মু, ৭ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জন্মু ও কাশ্মীর সফরের দ্বিতীয় দিনে, শনিবার জন্মুতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পৌরহিত্য করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিং, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ প্রমুখ। জন্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নমূলক কাজ পর্যালোচনা করার জন্যই এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

মায়ানমারে অনুভূত হলো

নেপিডো (মায়ানমার), ৭ ফেব্রুয়ারি : মায়ানমারে গত ২৪ ঘণ্টায় দুবার ভূ-তাত্ত্বিক আলোান সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার ভোরে আবারও ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.৯। এর ঠিক একদিন আগে,

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শনিবার মধ্যপ্রদেশের সিহোর জেলার কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জের দিয়ে বলেন, ডাল উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জনই অন্যতম লক্ষ্য। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর ভারতের জন্য ডাল উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জনের ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে আমাদের বিদেশ থেকে অনেক ধরনের ডাল আমদানি করতে হয়। আমরা চাহিদা মেটাতে পারছি না। একসময় ডাল চাষের জমিও কমে গিয়েছিল এবং অন্যান্য ফসল ডালের জায়গা নিয়েছিল। এখন আমরা আত্মনির্ভর ভারতের জন্য ডাল উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করছি।

কটাক্ষ গিরিরাজ সিংয়ের

নতুন কিছু নয়, তবে গিরিরাজ সিংয়ের এই বক্তব্য সেই সংঘাতকে আরও উৎসকে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। একদিকে যেখানে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বকে দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে, অন্যদিকে কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সরকারকে একে পর এক প্রশ্নের মুখে ফেলছে। এই দুই ধারার সংঘর্ষেই সংসদের রাজনীতি ক্রমশ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।গিরিরাজ সিংয়ের এই মন্তব্য যে শুধুই ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তার অংশ, তা স্পষ্ট। বিজেপি শিবির চাইছে বিরোধী নেতৃত্বকে দুর্বল ও অযোগ্য হিসেবে তুলে ধরতে, আর সেই কৌশলের অংশ হিসেবেই রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এমন তীব্র ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে কংগ্রেস শিবির এই ধরনের মন্তব্যকে রাজনৈতিক শালীনতার সীমা লঙ্ঘন বলেই দেখেছেন।মিলিয়ে, সংসদের রাজনীতিতে শপের লড়াই আরও এক ধাপ তীব্র হলো। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী-এই দুই মেরুকে ঘিরেই দেশের রাজনৈতিক বিতর্ক আর্বতিত হচ্ছে, আর গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্য সেই বিতর্কে নতুন করে আগুন লাগল বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরে ংদ্র মোদী ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তিতে আনন্ড প্রকাশ করেছেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বাতায় প্রধানমন্ত্রী জানান, এই চুক্তি ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের গভীরতা এবং পারস্পারিক বিশ্বাসকে প্রতিকলিত করে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, আমাদের দু’টি মহান দেশের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোর বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এই কাঠামো আমাদের অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান গভীরতা, আস্থা এবং গতিশীলতা প্রতিকলিত করে। এটি ভারতের পরিশ্রমী কৃষক, উদ্যোক্তা, এমএসএমই, স্টার্টআপ উদ্ভাবক, মৎস্যজীবী এবং আরও অনেকের জন্য নতুন সুযোগ খুলে দিয়ে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-কে শক্তিশালী করে। এটি নারী ও তরুণদের জন্য বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতি ভাগ করে নেয় এবং এই কাঠামো আমাদের মধ্যে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে। এই কাঠামো স্থিতিশীল এবং বিশ্বস্ত সরবরাহ শৃঙ্খলকেও শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। ভারত যখন একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা বিশ্ব্যতেই থাকে লক্ষ্য রকমে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের জনগণকে ক্ষমতায়িত করবে এবং ভাগ করা সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধি রাজ্য বাজেটে



অরুণ নন্দর,কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়ক, পাশ্ব শিক্ষকদের মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা করে বাড়ানো হবে। পেশ করা রাজ্য বাজেটে এ কথা জানানো হয়েছে। আরও ঘোষণা, আশা কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি মিলবে ১৮০ দিন। সরকারের অধীনে থাকা বাকি মহিলা কর্মীরা মাতৃত্বকালীন বা সুবিধা পেয়ে থাকেন সেইাই এ বার থেকে আশা কর্মীরাও পাবেন। কর্মরত অবস্থায় কোনও আশাকর্মী মারা গেলে তাঁর পরিবারকে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানান।

ভারতীয় অর্থনীতি অনেক শক্তিশালীঃধর্মেদ্র প্রধান

পুরী(সংবাদ সংস্থা), ৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী, জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ভারত-আমেরিকা সমঝোতা প্রসঙ্গে পুরীতে মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভারতের শক্তিশালী আমরা সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি এবং সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা সম্পন্ন করছি। ভারতের শিল্প ও ব্যবসা অনেক বড় একটি গতি পাবে। ভারতের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতার সম্মত হয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন। শনিবার ভোরে যৌথ বিবৃতি দিয়ে ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতার কথা জানিয়েছে দুই দেশ। অন্তর্বর্তী এই বাণিজ্য-সমঝোতাকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতা অনুসারে বেশ কিছু মার্কিন পণ্যের জন্য নিজেদের দরজা খুলে দিচ্ছে ভারতও। আমেরিকার বেশ কিছু পণ্যের (কৃষিপণ্য-সহ) জন্য ভারত আমদানি শুল্কের পরিমাণ কমাচ্ছে কিংবা তা পুরোপুরি তুলে নিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পশুখাদ্য, প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ইত্যাদি

রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু বরাদ্দ নিয়ে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারিঃপশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। এবার ওই বাজেটে সংখ্যালঘু বরাদ্দ নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তিনি বিশ্লেছেন, মা, মাটি, মানুষ? হালাবেন না! ‘ মুন্সাজির, মাদ্রাসা’র জন্য মমতা মাদ্যের পুরস্কার টকা খরচ কচ্ছে রাজনীতি এবং ভারসাম্যহীন অপ্রাধিকার প্রতিফলিত করে।

ব ল লে ন ধর্মেদ্র প্রধান বা ি গ জ শ নি বা র সাংবাদিকদের ধর্মেদ্র প্রধান অ র্থ নী তি অনেক দেশের স্বাক্ষর করেছি আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা সম্পন্ন করছি। ভারতের শিল্প ও ব্যবসা অনেক বড় একটি গতি পাবে। ভারতের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতার সম্মত হয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন। শনিবার ভোরে যৌথ বিবৃতি দিয়ে ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতার কথা জানিয়েছে দুই দেশ। অন্তর্বর্তী এই বাণিজ্য-সমঝোতাকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্তর্বর্তী বাণিজ্য-সমঝোতা অনুসারে বেশ কিছু মার্কিন পণ্যের জন্য নিজেদের দরজা খুলে দিচ্ছে ভারতও। আমেরিকার বেশ কিছু পণ্যের (কৃষিপণ্য-সহ) জন্য ভারত আমদানি শুল্কের পরিমাণ কমাচ্ছে কিংবা তা পুরোপুরি তুলে নিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পশুখাদ্য, প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ইত্যাদি

জন্ম মাত্র ৮২ কোটি টাকা, আর সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ৫,৭১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রসঙ্গে বিজেপির মুখপাত্র সুধাংশু ব্রিবেদী।প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভারতীয় জনতা পার্টি বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উপস্থাপিত বাজেট তাদের ভূটিকরণ রাজনীতি এবং ভারসাম্যহীন অপ্রাধিকার প্রতিফলিত করে।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ২০২৬ঃ টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকা

নয়া দিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ ফেব্রুয়ারি : ‘ শুক্রবার হারারেতে ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে ভারত তাদের ষষ্ঠ আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে।ভারতের হয়ে বৈভব সূর্যবংশী অসাধারণ পারফর্ম করেন, মাত্র ৮০ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেন। তার ইনিংসের ওপর ভর করে ভারত ৫০ রানের বিশাল ভেডভেটের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে ৪১১ রানের বিশাল সফলতা নিয়ে ফ্যালকননার সেঞ্চুরি ৪১তম ওভারে ৬১১ রান করেছিলেন এই দ্য ম্যাচ এবং এই প্লেনয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল, যার ভারতীয় হিসেবে, মা, মাটি, মানুষ? হালাবেন না! ‘ মুন্সাজির, মাদ্রাসা’র জন্য মমতা মাদ্যের পুরস্কার টকা খরচ কচ্ছে রাজনীতি এবং ভারসাম্যহীন অপ্রাধিকার প্রতিফলিত করে।

সুপ্রহ গড়ে। কালবে করলেও ইংল্যান্ড রানে শু টিফে বৈভবকে প্লেনয়ার জেনে জেনে। এই দুটি পুরস্কার জিতেছেন। সূর্যবংশী ছাড়াও, রাজ অক্ষদ বাওয়া, মনজোত কালার, উন্মুক্ত চাঁদ, অজিতেশ আরগাল এবং রিতিন্দর সোধি ফাইনালে প্লেনার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতেছেন।সূর্যবংশী টুর্নামেন্ট শেষ করেন সাত ইনিংসে ৪৬৯ রান করে, ১৬৯ এর অসাধারণ স্ট্রাইক রেটে।২০২০ সালে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা শেষ ভারতীয় ছিলেন যশসী জয়সওয়াল। তার আগে শুভমান গিল, চেতেশ্বর পূজারা, শিখর ধাওয়ান এবং যুবরাজ সিং এই সম্মান পেয়ে ছিলেন।আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় বিজয়ীঃ২০২৬(ভারত) - ভৈব সূর্যবংশী।২০২৪ - কোয়েনা মাফকা (দক্ষিণ আফ্রিকা)।২০২২ - ডিওয়েন্ড ব্রেডিস (দক্ষিণ আফ্রিকা)।২০২০ - যশসী জয়সওয়াল (ভারত)।২০১৮ - শুভমান গিল (ভারত)।২০১৬ - মেহেদী হাসান (ব্যান)।২০১৪ - এইডেন মার্করাম (দক্ষিণ আফ্রিকা)।২০১২ - উইল বোসিগে (অস্ট্রেলিয়া)।২০১০ - ডমিনিক হেন্ড্রিক্স (দক্ষিণ আফ্রিকা)।২০০৮ - টিম সাউদি (নিউ জিল্যান্ড)। চেতেশ্বর পূজারা (ভারত)।২০০৪ - শিখর ধাওয়ান (ভারত)।২০০২ - তাজেন্দা তহিরু (জিম্বাবুয়ে)।২০০০ - যুবরাজ সিং (ভারত)।

রাশিফল

মেঘঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ ও শক্তিতে ভরপুর দিন হবে। আপনি আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা বিনিময়ের জন্য ভাল সুযোগ পাবেন, যা আপনার পরিস্থিতি উন্নত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। বৃষঃ আজ শস্ত-উদ্যোগমুক্ত থাকুন। সব দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক লেনদেনগুলিকে সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। আত্মীয়রা আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক হবেন। সংসারে শান্তি আসবে।

মিথুনঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি নানা ধারণা এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ একটি দিন হবে। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা বাড়বে, যা আপনার আপনার ধারণাগুলো বিবাহের ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম করবে। শুভ দিন হবে। কর্কট রাশিঃচাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপস্থানকারী ক্ষমতা অনুভব করেন। যেহেতু তারা এই পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক এবং আবেগপূর্ণ ব্যক্তিত্বরূপ। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে হবে।

সিংহঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নানা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং ইচ্ছাগুলো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। এটি আপনার জন্য আপনার লক্ষ্যগুলো নতুন করে নির্ধারণ করার সময়।

সন্ধ্যাঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রযোজেন। আপনি আপনার অশাবাদী মনোভাব দ্বারা সহজেই এর থেকে অতিক্রম করতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে। তুলাঃ শির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি যোগাযোগ স্থাপন এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি দুর্দান্ত সুযোগ নিয়ে এসেছে। আপনার সহজাত বুদ্ধিমত্তা এবং আকর্ষণ অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগে আপনাকে সাহায্য করবে। শুভদিন

বৃশ্চিকঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে সুখি রাখবে। অর্নৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সাহস ও ইতিবাচকতায় ডরা শিন হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনার ক্রমেও দ্বিধা ছাড়াই আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। মকরঃ আপনার উচ্চ উদ্দীপনা স্বেছও আপনি এমন কার্যের অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কনুঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটিতে নতুন সুযোগের সূচনা হবে। আপনার ধারণা প্রকাশ করার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ পাবেন। এই সময় আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন।

মীনঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার আর্থিক অবস্থা আজকে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না, এজন্যই আপনার অর্থ সংঘর করা কঠিন হবে। আপনার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আপনার আশির্বাদ বিস্তারকারী মনোভাব শুধুমাত্র অনর্থক যুক্তিরপের সৃষ্টি করতে পারে এবং মারামোদ। বিষয় হতে পারে। শুভ রহ হতে পারে আজকে লাল। সন্তান হতে পারে আজকে । কাজের সুযোগ হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া আপাতত শুষ্কই রয়েছে। দিনে শীতের আমেজ ততটা না থাকলেও, রাতে ও ভোরে এখনও ঠাণ্ডা বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। শনিবার ফের কলকাতায় নামল তাপমাত্রার পারদ। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের সর্বত্রই আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বাড়বে শীতের আমেজ। সর্বাচ্ছ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উভয়ই কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আপাতত কুয়াশার ততেন কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতার আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৭৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৮টা ৫২মিনিট এবং ০৯রাত ৫২টা। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫২মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত্য হবে আজ ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬৯ সংখ্যা, রবিবার ,২৫ মাঘ ১৪৩২

বালুচরীর শাড়ির ইতিহাসঃবাঙালির শিল্পচেতনা, স্মৃতি ও উত্তরাধিকারের এক অনবদ্য বয়ান

বাংলার বস্ত্রঐতিহ্যের ইতিহাসে বালুচরী শাড়ি একটি উজ্জ্বল, গভীর এবং গভীর অর্থবাহী অধ্যায়। এটি কেবল একটি শাড়ি নয়, বরং সূত্রেয় বোনো ইতিহাস, সমাজচেতনা ও শিল্পমানসিকতার এক অনন্য দলিলা। বালুচরী শাড়ির দিকে তাকালে শুধু রং ও নকশা নয়, ঢোচে পড়ে একটি সময়ের গল্প, এক অঞ্চলের জীবনযাপন, রাজনীতি, ধর্ম, প্রেম, যুদ্ধ ও উৎসবের প্রতিচ্ছবি। এই শাড়ির ইতিহাস বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় মুঘল আমল, নবাবি পৃষ্ঠপোষকতা, উপনিবেশিক ধ্বংস এবং পরবর্তীকালের পুনর্জাগরণের দিকে।বালুচরী শাড়ির জন্মস্থান হিসেবে যে অঞ্চলটির নাম ইতিহাসে উঠে আসে, তা হলো বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর গ্রাম। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রাম একসময় ছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং শিল্পকলার অন্যতম পীঠস্থান। নদীপথে বাণিজ্য, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং দক্ষ কারিগরদের বসবাস এই অঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। বালুচরীর সূচনা নিয়ে নিষ্টিষ্ট কোনও লিখিত দলিলা না থাকলেও, গবেষকরা মনে করেন মুঘল যুগেই এই শিল্পের বিকাশ ঘটে, বিশেষ করে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে।মুঘল দরবারে বস্ত্রশিল্পের বিশেষ কদর ছিল। সুস্থ বুনন, জটিল নকশা এবং প্রতীকী অলংকরণ মুঘল শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বালুচরী শাড়ি সেই ঐতিহ্যেরই এক বাঙালি রূপান্তর। মুঘল প্রভাব থাকলেও, বালুচরী শাড়িতে বাংলার নিজস্ব রুচি ও জীবনবোধ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই শাড়ির পাড ও আঁচলে যে দৃশ্যগুলি বোনো হতো, তা ছিল একেবারেই আলাদা। সেখানে দেখা যেত রাজসভা, নবাব-নবাবী, নর্তকী, শিকার দৃশ্য, যুদ্ধযাত্রা, হাতি-যোড়ার মিছিল, এমনকি ইউরোপীয় সাহেবদের উপস্থিতিও। এই বৈচিত্র্যই বালুচরীকে অন্য সব শাড়ি থেকে পৃথক করেছে।বালুচরী শাড়ির বুননপ্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। সম্পূর্ণ হাতে বোনো এই শাড়ি তৈরি করতে লাগত বিশেষ ধরনের তাঁত এবং দক্ষ কারিগর। রেশম ছিল প্রধান উপাদান, যা শাড়িকে দিত একটি রাজকীয় দীপ্টি। প্রাথমিক পর্যায়ে বালুচরী শাড়িতে এক রঙের রেশম ব্যবহার করা হতো, যার ওপর একই রঙের সূতো দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হতো। পরবর্তী সময়ে রঙের ব্যবহার আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। তবু নকশার সূক্ষ্মতা ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কখনও কমেনি।নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বালুচরী শাড়ি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই শাড়ি তখন কেবল পোশাক ছিল না, বরং সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অভিজাত পরিবার, রাজপরিবার এবং ধনী জমিদারদের ঘরে বালুচরী শাড়ি ছিল বিশেষ সম্মানের বস্তু। হতেই, উৎসব এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানে এই শাড়ি পরিধান করা হতো।কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিলোচন হলো, যে শিল্প একসময় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, তা ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে পড়ে ওপনিবেশিক শাসনের সময়। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বস্ত্রশিল্প এক গভীর সংকটে পড়ে। অর্থনৈতি মেশিনে তৈরি কাপড়ের আগমন, স্থানীয় শিল্পের প্রতি অবহেলা এবং অর্থনৈতিক শোষণ বাণুচরী শিল্পকেও প্রভাবিত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভাগীরথী নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বালুচর গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বহু তাঁতি জীবিকা হারিয়ে অনার্য চলে যেতে বাধ্য হন। ধীরে ধীরে বালুচরী শাড়ির উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।এক সময় মনে করিয়ে দেবে, বালুচরী শাড়ি হতোই ইতিহাসের পাশায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু শিল্পের ইতিহাসে যেমন হয়, তেমনই এক নতুন আধ্যানের সূচনা ঘটে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই পুনর্জাগরণের সঙ্গে যার নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, তিনি ছিলেন শিল্পচার্য কামকল হাসান। তাঁর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় বালুচরী শাড়ির নকশা ও বুনন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। যদিও উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে বালুচর আর ফিরে আসেনি, তবু বিষ্ণুপুর অঞ্চল এই শিল্পের নতুন ঠিকানা হয়ে ওঠে।বিষ্ণুপুরের তান্তিরা বালুচরী শাড়িকে নতুনভাবে গ্রহণ করেন। পুরনো নকশার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন বিষয়বস্তু, নতুন রঙের ব্যবহার এবং সমসাময়িক ভাবনা। তবে মূল আত্মা অক্ষুণ্ণ থাকে। আজও বালুচরী শাড়ির আঁচলে দেখা যায় পৌরাণিক কাহিনি, রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য, কৃষ্ণলীলা, দুর্গাপূজা কিংবা গ্রামীণ জীবনের চিত্র। এই নকশাগুলি কেবল শৈল্পিক নয়, এগুলি বাঙালির সাংস্কৃতিক স্মৃতির ধারক।বালুচরী শাড়ির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর বর্ণনামূলক চরিত্র। প্রতিটি শাড়ি যেন একটি গল্প বলে। আঁচলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চোখ সরেয়েছে। এটি আজও বিশেষ উপলক্ষের শাড়ি হিসেবে বিবেচিত হয়। শহুরে সমাজে যেমন এর কদর আছে, তেমনই গ্রামীণ ও মক্ষস্থল অঞ্চলেও এই শাড়ি সম্মানের প্রতীক। আন্তর্জাতিক স্তরেও বালুচরী শাড়ি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছে, যা বাঙালির জন্য গর্বের বিষয়।তবে এই শিল্পের সামনে এখনও বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দক্ষ তাঁতির সংখ্যা কমছে, নতুন প্রজন্ম এই শোষায় আসতে আগ্রহী নয়, আর বাজারে সস্তা অনুকরণ পণ্যের তিড়ি প্রকৃত বালুচরীর মূল্যায়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তবু আশা এখানেই যে, ইতিহাস যেভাবে একবার এই শিল্পকে ফিরিয়ে এনেছে, তেমনই সচেতনতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্মিলিত উদ্যোগে বালুচরী শাড়ি তার ঐতিহ্য ধরে রাখবে।বালুচরী শাড়ির ইতিহাস আসলে বাংলার ইতিহাসেরই এক প্রতিচ্ছবি। উত্থান-পতন, গৌরব ও সংকট, হারিয়ে যাওয়া ও ফিরে আসার গল্প এতে জড়িয়ে আছে। এই শাড়ি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিল্প কখনও কেবল সৌন্দর্যের বিষয় নয় এটি সমাজ, ইতিহাস ও মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বালুচরী শাড়ি তাই শুধু পরার জন্য নয়, বোঝার জন্য, সংরক্ষণের জন্য এবং ভবিষ্য প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এক অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ।

অনুকূল চন্দ্রের বাণী



যতক্ষন তোমার সঙ্গে বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা আর এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখ কষ্ট মোহ মাযার কারণ..

আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা, সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়েতো এক জনের কাছেই তো যাবে তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন তাকে মন প্রাণ দিয়ে .ভালোবাসো. জীবনে শান্তি পেতে মনের মযলা গুলো ধুয়ে ফেলতে হবে যে বাবা, মনে যতক্ষণ কাম, কোদ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তি ও আছে, এই সংসারে নয় .তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনা কে মুক্ত করবে নয় .তুমি সংসারের বন্ধনে বংগী হবে। কোন কাজের মধ্যেই ভক্তি রস খুজে পাবে।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসরে অমৃত বাণী



যতক্ষন তোমার সঙ্গে বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা আর এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখ কষ্ট মোহ মাযার কারণ..আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা, সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়েতো এক জনের কাছেই তো যাবে তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন তাকে মন প্রাণ দিয়ে .ভালোবাসো. জীবনে শান্তি পেতে মনের মযলা গুলো ধুয়ে ফেলতে হবে যে বাবা, মনে যতক্ষণ কাম, কোদ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তি ও আছে, এই সংসারে নয় .তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনা কে মুক্ত করবে নয় .তুমি সংসারের বন্ধনে বংগী হবে।

গণতন্ত্রের সন্ধিক্ষণে ভারতঃরাষ্ট্র, ক্ষমতা ও নাগরিকের সম্পর্কের নতুন পাঠ



বিশেষ প্রতিবেদকঃভারতীয় গণতন্ত্র আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে অতীতের গৌরব আর বর্তমানের বাস্তবতা মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা, সংবিধান, মৌলিক অধিকার এবং প্রতিষ্ঠানগত ভরসাম্যের ঐতিহ্য অন্যদিকে রয়েছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং নাগরিক পরিসরের ক্রমশ সংকোচনা। এই দ্বন্দ্ব কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতার ফলা। আজ প্রশ্ন উঠছে-এই গণতন্ত্র কি এখনও তার মূল আদর্শ বহন করছে, নাকি তা কেবল নিয়মিত নিষাচনের আড়ালে এক ভিন্ন বাস্তবতাকে আঁচাল করছে।গণতন্ত্র মানে কেবল পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেওয়া নয়। গণতন্ত্র মানে প্রতিদিনের অধিকার, প্রতিদিনের প্রশ্ন, প্রতিদিনের জবাবদিহি। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, এই প্রতিদিনের গণতন্ত্রটাই সবচেয়ে বেশি চাপে রয়েছে। রাষ্ট্র ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, কিন্তু নাগরিক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা বাড়ছে, অথচ সেই ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা কম যাচ্ছে। এই বৈপরীত্যই আজকের ভারতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বাস্তবতা।রাষ্ট্রের শক্তিশালী হওয়া নিজে কোনও সমস্যা নয়। একটি কার্যকর রাষ্ট্রের জন্য শক্ত প্রশাসন, স্পষ্ট নীতি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন সেই শক্তি জবাবদিহির বাইরে চলে যায়। যখন রাষ্ট্র নিজেকে নাগরিকের উর্ধ্বে ভাবতে শুরু করে, তখনই গণতন্ত্রের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। আজ সেই

কাঁপুনিটা স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে।সংবিধান ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। এই সংবিধান রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিয়েছে, আবার সেই ক্ষমতার সীমাও নির্ধারণ করেছে। সংবিধানের মূল দর্শন ছিল-রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য, নাগরিক রাষ্ট্রের জন্য নয়। কিন্তু বাস্তবে আজ অনেক সময়ই এই সম্পর্ক উল্টো হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। নাগরিককে প্রায়শই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে, প্রশ্ন করলেই তাকে দেশবিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী বা অস্থিরতা সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা বাড়ছে। এই মানসিকতা গণতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভিন্নমত কেবল সহ্য করার বিষয় নয়, বরং তা স্বাগত জানানোর কথা। ভিন্নমতই রাষ্ট্রকে আত্মসমালোচনার সুযোগ দেয়, ভুল সংশোধনের পথ দেখায়। কিন্তু আজ ভিন্নমতকে দমন করার এক অদৃশ্য তাগিদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে নজরদারি, মতপ্রকাশের ওপর আইনি চাপ, প্রতিবাদের ভাষাকে অপরাধ হিসেবে দেখার প্রবণতা-এই সবই নাগরিক পরিসরকে সংকুচিত করছে।এই সংকেচনের প্রভাব শুধু রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগেণা এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও। বিম্মুবিদ্যালয়গুলো একসময় ছিল মুক্ত চিন্তার কেন্দ্র। আজ সেখানে প্রশ্ন করার সাহস অনেক ক্ষেত্রেই কমে এসেছে। পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে গবেষণার বিষয় নির্বাচন পশ্চন্ত নানা ক্ষেত্রে অদৃশ্য সীমারেখা টেনে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে নতুন চিন্তা, নতুন প্রশ্ন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।গণমাধ্যমের ভূমিকাও এই প্রেক্ষাপটে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন। গণমাধ্যম হওয়ার কথা

পরিকাঠামোর ছবি দেখানো হচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে বাড়ছে বৈষম্য। ধনী ও দরিদ্রের ফারাক আরও স্পষ্ট হচ্ছে। কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা তরুণ প্রজন্মকে হতাশ করছে। এই অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে যখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যুক্ত হয়, তখন সমাজের ভেতরে ক্ষোভ জমতে শুরু করে। এই ক্ষোভ কখনও প্রতিবাদের রূপ নেয়, কখনও নীরব হতাশা।তবু এই অন্ধকার ছবির মধ্যেও সব শেষ হয়ে যায়নি। ভারতের গণতন্ত্র এখনও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি, কারণ এখনও নাগরিক সমাজের শক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ হয়নি। এখনও মানুষ রাস্তায় নামছে, আদালতে যাচ্ছে, লিখছে, বলছে, প্রশ্ন করছে। এই প্রতিরোধই প্রমাণ করে যে গণতন্ত্র এখনও বেঁচে আছে, যদিও আহত।ইতিহাস আমাদের শেখায়, কোনও গণতন্ত্র একদিনে ধ্বংস হয় না। তা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ছোট ছোট আপসের মাধ্যমে। আবার ইতিহাস এটাও শেখায়, নাগরিক সচেতনতা থাকলে সেই ক্ষয় রোধ করা যায়। প্রশ্ন হলো, আমরা কোন পথে হাটব।আজকের সময়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো নতুন করে নাগরিক-রাষ্ট্র সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ধারণ। রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে, শক্তি মানে মনো নয়। নাগরিককে বুঝতে হবে, অধিকার মানে শুধু পাগো নয়, দায়িত্বও। গণতন্ত্রের ভারসাম্য এই দুয়ের মধ্যেই নিহিত।শাসকের দায়িত্ব কেবল শাসন করা নয়, শোনা। নাগরিকের দায়িত্ব কেবল মানা নয়, প্রশ্ন করা। এই সহজ সভ্য ভুলে গেলেই সমস্যা শুরু হয়। অতঃ উই সত্যটিকেই আর মনে করিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে।এই সম্পাদকীয় কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানতে চায় না। এটি একটি আয়না ধরতে চায়-রাষ্ট্রের সামনে, সমাজের সামনে, আমাদের নিজেদের সামনে। সেই আয়নায় আমরা কী দেখব, তা আমাদেরই চিন্ত করতে হবে। আমরা কি এমন একটি গণতন্ত্র চাই, যেখানে ক্ষমতা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়ে আরও পরিণত হয়?ভারতের গণতন্ত্র এখনও একটি জীবান্ত প্রকল্প। এই প্রকল্পের ভবিষ্য নির্ভর করছে আমাদের আজকের নির্দেশে ওপর। নীরবতা নাকি প্রশ্ন, ভয় নাকি সাহস, দম্ভ নাকি দায়িত্ব-এই পছন্দগুলিই আগামী দিনের ইতিহাস লিখবে।সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু সময় হাতছাড়া হওয়ার আগেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে-আমরা কেমন রাষ্ট্র, কেমন সমাজ, কেমন গণতন্ত্র রেখে যেতে চাই। আগামী প্রজন্মের জন্য।

শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব শত্রুঃতাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

বিশেষ প্রতিবেদনঃপৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাটকল না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য-তিনটিটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাবরতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রসমূহে নাহে পাঠিয়ে তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাসখাসি করছে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুৎবিহীন ঘর, পর্বাণ্ড পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যধারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দুঃস্থপ্রাশিশুদের দেহতন্ত্র স্বভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত

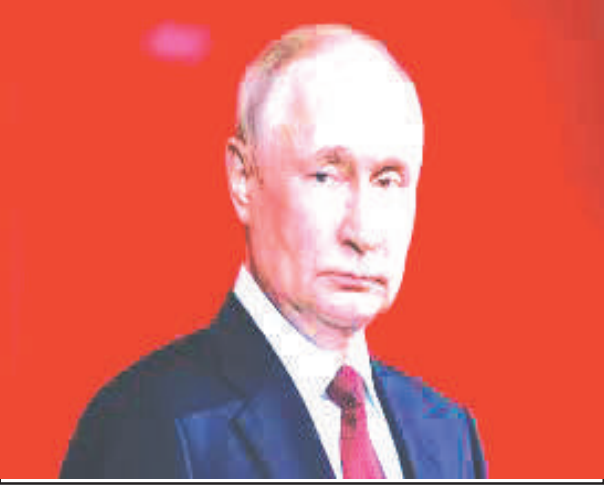


ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দুঃজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিভাব্ত জলবায়ু পরিবর্তি আমাদের সমাজকে বহু প্রকারে প্রভাবিত করে যাচ্ছে। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, রাডো পানি বা গ্রিশমের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিশুবাণী খোলা টিনের তাপপ্রবাহের শিকে বঁধা, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুয়ারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা শিশুদের মধ্য তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ‘ গভীর সংকট’-যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে

নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গরুভূজা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়-এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্য জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির প্যারেডুভীয়াত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের পানীয় জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তীব্রতায়, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজন ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে ‘ হিট আইল্যান্ড’ প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই

রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। ৪

তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিল রাশিয়া, বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে কূটনৈতিক আলোড়ন



আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের ক্ষমতা দখলের প্রায় চার বছর পর, প্রথমবার কোনও রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিল। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল রাশিয়া। প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বাধীন ক্রেমলিন এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে শুধু মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে নয়, গোটা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষে্রে এক নতুন দিশা তৈরি করল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।বৃহস্পতিবার এই স্বীকৃতি দেওয়া হলোও, তা প্রকাশ্যে আসে শুরুবার। আফগানিস্তানে রাশিয়ার দূতাবাস সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে, তালিবান সরকারের নিযুক্ত প্রতিনিধি গুল হাসান হাসানকেও মস্কো ‘ আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় দূত’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এর ফলে রাশিয়া এখন তালিবান শাসিত আফগানিস্তানকে একটি বৈধ রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে মেনে নিল।২০২১ সালের আগস্টে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরই তালিবান ফের দখল নেয় কাবুলের। সরকার গঠন করে তারা, ঘোষণা করে ‘ এমিরেট অফ আফগানিস্তান’। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে এক অঙ্কুর নীরবতা দেখা য়ে। কোনও দেশই তখন তালিবানকে সরকার হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি।সত্ত্বএই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে এক কৌশলী কূটনৈতিক পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পশ্চিম জোটের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর কৌশল হিসেবে রাশিয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে রাশিয়ার। ফলে মধ্য এশিয়ায় নিজের প্রভাব বিস্তার এবং আমেরিকা-বিরোধী জোট গড়ে তুলতে রাশিয়া আরও সক্রিয় হচ্ছে।সত্ত্বএই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক বা ক্রেমলিন থেকে এখনও কোনও বিদ্যদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও তালিবান সরকারের সঙ্গে রাশিয়ার গোপন আলোচনার ফলেই এই পদক্ষেপ। পাশাপাশি, তালিবানের তরফ থেকেও বহুদিন ধরেই রাশিয়ার কাছে কূটনৈতিক স্বীকৃতির আর্জি জানানোে হচ্ছিল।বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই স্বীকৃতির ফলে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন মোো আসতে পারে। রাশিয়ার সঙ্গে তালিবান সরকারের বাণিজ্যিক ও সামরিক যোগাযোগ বাতে পারে। আবার এই পদক্ষেপ অন্য দেশগুলিকেও তালিবান নিয়ে নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে।তবে এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি উদ্বেগও থেকেই যাচ্ছে। কারণ, তালিবান সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নারী-শিক্ষা ও নারীদের কবচস্বামির অধিকার হরণ করা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও বিরোধীদের নিপীনের মতো একাধিক অভিযোগে আন্তর্জাতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই তালিবান প্রশাসনকে কাঠগায় তুলেছে।এই প্রেক্ষিতে তবুও রাশিয়ার অন্তস্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এখনও পশ্চন্ত তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের আংশিক কার্যকরিতা আবার চালু হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগও বজায় রয়েছে। ভারতে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।তালিবান সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তান, কাতার বা ইরান-এসব দেশের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, কোনও দেশ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেনি। সেই আবহেই রাশিয়ার স্বীকৃতি ভারতের জাতীয় কূটনৈতিক জয় বলেই মনে করা হচ্ছে।এখন দেখার বিষয়, রাশিয়ার এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে কী প্রভাব ফেলবে। পশ্চিম দেশগুলি এই সিদ্ধান্তকে কোনভাবে দেখবে, এবং অন্যান্য রাষ্ট্র কী একই পথে হাটবে, তা সময়ই বলবে। তবে রাশিয়ার এই সাহসী ও বিতর্কিত পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের কূটনৈতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী মোড়।

যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে রাজ্য সরকার: শাসনের দায়িত্ব থেকে ক্ষমতার দস্তে পতন

নিজস্ব প্রতিবেদনঃরাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক আচরণ, সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক ভঙ্গিমা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে প্রশ্ন উঠছে-এই শাসন কি এখনও যুক্তি, ন্যায়বোধ ও জনস্বার্থের ভিতরে ওপর দাঁড়িয়ে আছে, নাকি ক্ষমতার দস্তই এখন একমাত্র চালিকাশক্তি। গণতন্ত্রে সরকার মানেই জবাবদিহি, মতভিন্নতার প্রতি সহনশীলতা এবং আইনের শাসনের প্রতি নিশ্চর দৃষ্টা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ দেখে মনে হচ্ছে, যুক্তির সীমা পেরিয়ে গিয়ে তারা এমন এক পথে হাটছে, যেখানে সমালোচনা অপরাধ, প্রশ্ন তোলা বিদ্রোহ এবং নাগরিক স্বার্থ সৌণ হয়ে পড়ছে।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার আসে জনগণের ভোটে, কিন্তু সেই ভোট কোনও চিরস্থায়ী লাইসেন্স নয়। ক্ষমতায় থাকার প্রতিটি দিন সরকারকে প্রমাণ করতে হয় যে তারা জনস্বার্থে কাজ করছে, যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং সংবিধানের সীমারেখার মধ্যে থেকেই শাসন চালাচ্ছে। রাজ্য সরকারের বর্তমান আচরণে সেই আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি স্পষ্ট। প্রশাসনিক ব্যর্থতা চাঘতে গিয়ে যুক্তির বদলে আবেগ, তথ্যের বদলে প্রচার এবং স্বচ্ছতার বদলে একরোখা অবস্থানকে বেছে নেওয়া হচ্ছে।শাসনের ক্ষেত্রে যুক্তি বলতে বোঝায়, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত, পরিসংখ্যানের আলোকে নীতি নির্ধারণ এবং ভিন্নমতের কথা শোনার মানসিকতা। কিন্তু আজ রাজ্যে যে চিত্র দেখাচ্ছে, সেখানে বহু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তড়িঘড়ি করে, ফলাফল বিচার না করেই। প্রকল্প ঘোষণা দিয়ে ঢাকলে চলি়ে পিটিয়ে, কিন্তু বাস্তবতার সময় দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনার অভাব, অর্থে অপচয় এবং প্রশাসনিক আদম্ফতা। প্রশ্ন উঠলেই সরকার পক্ষ থেকে যুক্তির বদলে আক্রমণাত্মক ভাষা, বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ কিংবা সমালোচকদের দেশবিরোধী তকমা দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের মনোভাব কোনও পরিণত গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়।রাজ্য সরকারের অন্যতম বড় বার্থতা হলো প্রশাণতক দলীয় স্বার্থের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা। প্রশাসন হওয়ার কথা নিরপেক্ষ, আইনের শাসনের প্রতি অনুগত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দলীয় আনুগত্যই হয়ে উঠছে মূল যোগ্যতা। এর ফলে সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে, আর ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা কিছু গোষ্ঠী অযাচিত সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা শুধু প্রশাসনিক দুর্বলতাই বাড়াত্ছে না, সমাজে গভীর অবিশ্বাসও তৈরি করছে।শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান-এই তিনটি ক্ষেত্রে যে কোনও রাজ্যের ভবিষ্য নির্ধারণ, বাস্তবের পরিবেশা ততটাই প্রস্রবিন্দ। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যতটুকুটি আর বাস্তবতার ফারাক দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই বার্থতার সমালোচনা হলে সরকার তা গ্রহণ করার বদলে অস্বীকারের পথে হাটছে, যা যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ারই আরেকটি প্রমাণ।গণমাধ্যমে ভূমিকা গণতন্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন ও সমালোচনামুখর গণমাধ্যম সরকারের ভুল ধরিয়ে দেয়, শাসনকে সঠিক পথে রাখে। কিন্তু রাজ্যে ক্রমশ এমন এক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, যেখানে সমালোচনামূলক সংবাদ মানেই সরকারের বিরাগভাজন হওয়াে। সাবাবদিকদের ওপর চাপ, প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং সরকারি প্রচারের আধিক্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে। যুক্তির জায়গায় যদি ভয় কাজ করে, তবে তা কোনও সুস্থ সমাজের লক্ষণ হতে পারে না।আইনের শাসন গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। কিন্তু রাজ্যে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিচারিতা স্পষ্ট। একদিকে সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে আইন কঠোর, অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে নরম। এই বৈষম্য মানুষের মনে গভীর ক্ষোভ জন্ম দিচ্ছে। সরকার যদি নিজেই আইনের উর্ধ্বে থাকার ভাব দেখায়, তবে নাগরিকদের কাছ থেকে আইন মানার প্রত্যাশা করা কতটা যুক্তিসঙ্গত-

‘লক্ষ্মী এলো ঘরে’ ছবির প্রচারে জামালপুর ব্লকজুড়ে সাড়া, মহিলা স্বনির্ভরতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৭ ফেব্রুয়ারি : এক বিধবা অসহায় মহিলার জীবনসংগ্রাম এবং সরকারি সহায়তায় তার ঘুরে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী তুলে ধরা ছবি ‘লক্ষ্মী এলো ঘরে’ বর্তমানে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে প্রচিতি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে এই ছবি প্রদর্শনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে শুরু হয়েছে ছবিটির প্রদর্শন। সম্প্রতি জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান আবুজহাটি-২ অঞ্চল ও জৌগ্রাম অঞ্চলে ছবির প্রচারে উপস্থিত থাকেন। প্রতিটি এলাকায় বড় স্ক্রিনে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছবি দেখতে প্রতিটি অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মহিলা কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভিড় চোখে পড়ে। আত্মপূরণ অঞ্চলে মেহেমুদ খানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি ডা. প্রতাপ রক্ষিত, সুদীপ মজুমদার প্রমুখ। আবুজহাটি -২ অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বার্না দাস, উপপ্রধান শ্যামল চক্রবর্তী, অঞ্চল সভাপতি রমেন্দ্রনাথ কোনার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। জৌগ্রাম অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কাশি মণ্ডল, প্রধান মল্লিকা মণ্ডল সহ দলের অন্যান্য কর্মীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, দলের নির্দেশে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতেই এই ছবির প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মুখামন্ত্রী যেভাবে ভাণ্ডারহালা নানা সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন, তার জন্য আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটই জয়ী করে এই আসন মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার আশ্বিন জানান তিনি।

র্যাগিংয়ের অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে, দুই পড়ুয়া সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রকে র্যাগিংয়ের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত দুই ভক্তারি পড়ুয়াকে আগামী দু’বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তারা আর কোনও দিনই সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে থাকার সুযোগ পাবেন না। শনিবার কলেজের তরফে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর নিগৃহীত ছাত্রের পরিবার স্তম্ভিত প্রকাশ করেছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১ ফেব্রুয়ারি। অভিযোগ অনুযায়ী, পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মেহবুব ইসলামকে হস্টেলের মধ্যেই র্যাগিংয়ের শিকার হতে হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ঋষভ সিংহ এবং চতুর্থ বর্ষের ছাত্র অয়ন বাগচী তাকে নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। মেহবুবের দাবি, ওই দুই সিনিয়রের নির্দেশে আরও কয়েক জন সিনিয়র ছাত্র তাকে মারধর করেন। ঘটনার জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে চিকিসা করতে হয়। ঘটনার কথা জানার পর শুক্রবার মুর্শিদাবাদে ডোমকল থেকে মেহবুব ইসলামের পরিবার পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে র্যাগিংয়ের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। নিগৃহীত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, প্রথম দিকে তাঁদের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়নি। এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইন লাইনের হুমিয়ারি দেওয়া হলে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। তদন্তে র্যাগিংয়ের অভিযোগের সত্যতা মেলায় অভিযুক্ত দুই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবার নিগৃহীত ছাত্র ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কলেজের অধ্যক্ষ সব্যসাচী দাস। বৈঠকের পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ সব্যসাচী দাস জানান, ‘‘ কারণে আমি কলকাতায় ছিলাম। অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া ছিল হাসপাতালের সুপারের উপর। ঘটনার কথা জানার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলেজে ফিরে নিগৃহীত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। অভিযুক্ত দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছি। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য কলেজের তরফে হেজলাইন নম্বর চালু ও সিসি ক্যামেরার নজরদারি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’’ কলেজ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিগৃহীত ছাত্রের পরিবার। মেহবুব ইসলামের মা মলিনা খাতুন বলেন, ‘‘ আমাদের অভিযোগে আমল দেওয়া হয়নি। পরে চাপে পড়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে নেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট।’’ নিগৃহীত ছাত্র মেহবুব ইসলামও কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘হেজা লাইন নম্বর চালু হলে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা কলকাতার হয়ে তার মনে আর কেউ হেনস্থার শিকার হবেন না। তিনি বলেন, ‘‘ কেউ যেন র্যাগিং করার সাহস না পায়।’’এই ঘটনার পর পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও র্যাগিং প্রতিরোধ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

‘হিংসা বরদাস্ত নয়, পুলিশকে থাকতে হবে সর্বদা প্রস্তুত’ঃকমিশনারের প্রথম ভাঙড় সফরে কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড়, ৭ ফেব্রুয়ারি : পুলিশ কমিশনার পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম ভাঙ্ড সফরে এসে কঠোর বার্তা অধিনায় সুপ্রতিম সরকার। শনিবার ভাঙড় ডিভিশনের দপ্তরে তিনি শীর্ষ পুলিশ অধিকারিকদের নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ, বিভিন্ন থানার ওসি-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্মী। বৈঠকে অহিন্শ্বশূল্য পরিষিতি, প্রশাসনিক প্রগতিত্ব এবং আত্ম বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই বিজয়গঞ্জ বাজার থানার উদোধন ও কিশোর কথার রয়েছে। সেই দৃষ্টতি, পরিকাঠামো ও জনবল সংক্রান্ত বিষয়েও কমিশনার বিশেষভাবে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি ভাঙড়ের কর্মরত পুলিশকর্মীদের দৈনন্দিন কাজের পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যার দিকগুলিও তিনি পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভাঙড়ের রাজনৈতিক হিংসার পরিস্থিতি। কমিশনার স্পষ্ট ভাষায় জানান, কোনও ধরনের হিংসা বা অশান্তি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।



অভিনেতা মনোজ পাহওয়া ও কুমুদ মিশ্র আজ তাঁদের আসন্ন চলচ্চিত্র ‘এএসএসআই’ ট্রেলারের বিশেষ মিডিয়া প্রিভিউ উপলক্ষে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। রুদ্ধদ্বার এই ট্রেলার প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় এসএসআইর দ্বার সিনেমা-তে, যেখানে কলকাতার সাংবাদিকদের একচেটিয়াভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ট্রেলার প্রদর্শনের পর ছবির শিল্পী ও নির্মাতা দল পোলো ফ্রোন্টেল হোটেল-এ গণমাধ্যমের সঙ্গে একটি বিস্তারিত মতবিনিময় করে অস্মু দেন। এই উপলক্ষে নির্মাতারা জানান, ‘এএসএসআই কেবল একটি ইস্যু-ভিত্তিক চলচ্চিত্র নয়- বরং এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা, যা সিনেমা শেষ হওয়ার পরেও দর্শকের মনে দীর্ঘ সময় অনুপ্রণীত হতে থাকে। একটি দ্রুতগতির তদন্তমূলক থ্রিলার হিসেবে গড়ে ওঠা এই ছবিতে রয়েছে শক্তিশালী নাটকীয় উপাদান। কোনো উপদেশমূলক ভাষণ না দিয়ে, ‘এএসএসআই’ দর্শকদের সামনে গুরু গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা বজায় রাখে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করতে শিলিগুড়ির কাছে নতুন একটি আন্ডারগ্রাউন্ড রেললাইন নির্মাণের পরিকল্পনা ভারতীয় রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সাথে আঞ্চলিক সংযোগ



মজবুত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ভারতীয় রেলওয়ে একটি নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড রেললাইন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন লাইনটি শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে যাবে, যেটিকে প্রায়শই ‘চিকেন’স নেক’

বাগডোগরা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। সংবাদ মাধ্যমের সাথে মতবিনিময়ের সময় রেল, তথা ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে এই প্রকল্পের লক্ষ্য এই কৌশলগতভাবে

বিজেপির চার্জশিট প্রকাশ, তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি শোষণের বিস্ফোরক অভিযোগ লকেট চ্যাটার্জির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বর্ধমান উত্তর ও মস্তেশ্বর বিধানসভার জন্য পৃথক চার্জশিট প্রকাশ করল বিজেপি। বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে এই চার্জশিট জনতার দরবারে তুলে ধরেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চ্যাটার্জি। চার্জশিটে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, শোষণ, তোলাবাজি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। চার্জশিট প্রকাশের শুরুতেই লকেট চ্যাটার্জি বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এলেও গত পাঁচ বছরে রাজ্যে দুর্নীতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। তাঁর দাবি, বারবার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল সরকার সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। লকেট চ্যাটার্জির বক্তব্য, বিজেপি সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমসয়ার কথা শুনছে। সেই কারণেই রাজ্যের প্রকৃত চিত্র আজ সামনে এসেছে। তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে সর্বব হুজেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূলের শাসনকালে শোষণের রাজনীতি, তোলাবাজি, কাটামনি ও পুণ্ডিকরগের রাজনীতি চালু হয়েছে। আগে মানুষ নীরব থাকলেও এখন আর চুপ নেই-প্রতিবাদে গলা তুলছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। বিজেপি নেত্রীর দাবি, এই জনরোষই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের ভবিষ্য নির্ধারণ করবে। সাংবাদিক বৈঠকে লকেট চ্যাটার্জি জানান, রাজ্যজুড়ে বিধানসভা ভিত্তিক চার্জশিট প্রকাশের কর্মসূচির অংশ হিসেবেই বর্ধমান উত্তর ও মস্তেশ্বর বিধানসভার চার্জশিট প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মতামত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা করে এই চার্জশিট প্রস্তুত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। বর্ধমান উত্তর বিধানসভা প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক এসএসসি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং প্রভাব খাটিয়ে যোগ্য



প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে দাবি করেন বিজেপি নেত্রী। বর্ধমানের এক ব্লকে তৃণমূল নেত্রীর প্রতি সরকারি আধিকারিকদের আচরণ প্রশাসনিক শাীলনবোর পরিপন্থী বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সংক্রান্ত মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত একাধিক তৃণমূল নেতার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয়ের স্পষ্ট উদাহরণ। অনাদিকে, মস্তেশ্বর ব্লক অফিসের ভিতরে ইঞ্জিনিয়ারদের উপর হামলার ঘটনাকে সামনে রেখে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল শাসনে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা কাব্বত ভেঙে পড়েছে। বিজেপি নেত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই সমস্ত অভিযোগই বর্ধমান উত্তর ও মস্তেশ্বর বিধানসভার চার্জশিটে স্থান পেয়েছে, যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসমক্ষে তুলে ধরে শাসক দলের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলাই দলের লক্ষ্য।

ইডি অভিযানের মাঝেও লাউদোহায় ঝাঁঝরা কোলিয়ারিতে অব্যাহত কয়লা চুরি, সরব জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : লোকসানে জর্জরিত ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডে (ইসিএল) একদিকে কয়লা ও বালি পাচার নিয়ে একের পর এক ইডি অভিযান, অন্যদিকে ইসিএলের ঝাঁঝরা প্রজেক্টের কোলিয়ারির সাইডিং থেকে রাতের অন্ধকারে অবাধে কয়লা চুরির অভিযোগ। টাঙ্কের করে রমরমিয়ে কয়লা পাচারের ছবি সাজমাধ্যমে পোস্ট করে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। অভিযোগ, চলতি অর্থবর্ষে ইসিএলের ঝাঁঝরা প্রজেক্টে উচ্চপদস্থ কল্যাণ প্রায় দেড় লক্ষ টনের ঘাটতি হয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণে ডিভিসির রঘুনান্থপুর থেকে দেড় লক্ষ টন ছাই এনে উৎপাদিত কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ইসিএলের ঝাঁঝরা এরিয়ারে ৬৪ ইনক্লুইন কোলিয়ারির সেই ছবি সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। মুহূর্তে সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। উল্লেখ্য, গত দু’বছর ধরে চরম আর্থিক সঙ্কটে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এই কয়লা সংস্থা। কয়েক মাস আগে কর্পোরেট জেসিসি বৈঠকে ইসিএল কর্তৃপক্ষ লাভ-ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসেব

তুলে ধরে। শ্রমিক প্রতিনিধিদের দাবি, ইসিএলের সেলার্স হিসেব অনুযায়ী ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আগের অর্থবর্ষে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১০৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবর্ষে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ক্ষতির অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪৯.৪৯ কোটি টাকায়- অর্থাৎ এক বছরে ক্ষতি বেড়েছে প্রায় ৫৫০ শতাংশ। আর্থিক সঙ্কটের জেরে মাঝে মাঝেই শ্রমিকদের মাসিক মজুরি অনিয়মিত হচ্ছে বলেও অভিযোগ। ইসিএল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কয়লার চাহিদা কমে যাওয়াই এই ক্ষতির প্রধান কারণ। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ইসিএলের উদাসীনতার সুযোগে দীর্ঘদিন ধরে অবাধে চলা কয়লা চুরিই এই সঙ্কটের অন্যতম কারণ। সম্প্রতি কলকাতা- সহ জামুড়িয়া, পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর ও পানাগড়ে এই কোয়েগে কয়লা ও বালি পাচারচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় ইডি। পাণ্ডবেশ্বরে এক প্রত্যবেশালী কয়লা মাফিয়া ও তার ম্যানোজারের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। তার মধ্যেই ইসিএলের ঝাঁঝরা প্রজেক্টের সাইডিংয়ে রাতের অন্ধকারে টাঙ্কের করে কয়লা চুরির অভিযোগ সামনে

কুনো জাতীয় উদ্যানে পাঁচ শাবকের জন্ম, বড় সাফল্য

শেওপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : মধ্যপ্রদেশের শেওপুর জেলায় অবস্থিত কুনো জাতীয় উদ্যানে স্ত্রী চিতা ‘আশা’ পাঁচটি সূঁচ শাবকের জন্ম দিয়েছে। এই সাফল্যের ফলে দেশে জন্ম নেওয়া চিতা শাবকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪-এ। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মোহন যাদব শনিবার সামাজিক মাধ্যমে এই সুখবর জানান এবং চিতা ডিডি ও শেয়ার করেন, যেখানে চিতা আশাকে তার শাবকদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। তিনি একে রাজ্য ও দেশের জন্য গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করেন এবং বন দফতর, মাঠপর্যায়ের কর্মী ও পশু চিকিৎসকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ধারাবাহিক নজরদারি ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ফলেই কুনোতে চিতারা নিরাপদ পরিবেশে প্রজনন করতে পারছে। কুনো জাতীয় উদ্যানের ডিএফও আর. তিরুন্ধুরালা জানান, আশাসহ তার পাঁচটি শাবকই সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। পশু চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল নিয়মিত

সংবেদনশীল করিডোরে সুরক্ষিত, নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন রেল সংযোগ নিশ্চিত করা। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধীনে আসে এবং এখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলা এবং বিহার রাজ্যের কিষাণগঞ্জ জেলার কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ রেললাইনটির মোট দৈর্ঘ্য ধুমডাঙ্গী এবং বাগডোগরার মধ্যে ৩৫.৭৬ কিলোমিটার, যার মধ্যে ধুমডাঙ্গী – রাঙ্গাপাণী সেকশনের দৈর্ঘ্য ৩৩.৪০ কিলোমিটার। এই সংযোগপথটি মূলত একটি আন্ডারগ্রাউন্ড করিডোর হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল শিলিগুড়ি করিডোরে সুরক্ষিত, নিরবচ্ছিন্ন এবং মজবুত সংযোগ নিশ্চিত করা যায়। এই করিডোরটি প্রায় ২২ কিলোমিটার চওড়া একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডের মাধ্যমে মূল ভারতকে উত্তর-

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সাথে সংযুক্ত করে। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি থাকা, পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যানজট ও নিরাপত্তাজনিত বিপ্লের ঝুঁকির প্রতি লক্ষ্য রেখে, এই আন্ডারগ্রাউন্ড রেললাইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আন্ডারগ্রাউন্ড পথটি একটি সুরক্ষিত এবং অদৃশ্য বিকল্প পথ হিসেবে কাজ করবে, যার ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা কর্মী, সামরিক সরঞ্জাম এবং জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন চলাচল সম্ভব হবে। এই প্রকল্পটি বাগডোগরা বিমানঘাটি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৬ কোরের বেংডুরি স্টেট ছাউনির কাছাকাছি হওয়ায় জন্য বিমান ও রেল লজিস্টিকস একীকরণকেও সহায়তা করবে। এই প্রকল্পটির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত প্রকৌশল পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটিতে ২x২৫ কেভি এসি দৈদ্যুতিকরণ

ব্যবস্থা, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও কোয়ড ক্যাবলে ডিওআইপি-বেসড কমিউনিকেশন সহ স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং (স্ট্যান্ডার্ড – IV), আরডিএসও ২৫-টন আক্সেল লোড মান অনুযায়ী ডিজাইন করা ব্রিজ এবং ক্রসওভারের জন্য এনএটিএম টানেলসহ টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) পদ্ধতি ব্যবহার করে ডবল টানেল নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত তিনমাইল হাট – রাঙ্গাপাণী – বাগডোগরা নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড রেললাইনটি উত্তর –পূর্বাঞ্চলে কৌশলগত পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিই প্রতিফলন। জাতীয় স্বার্থে দ্রুতভাবে প্রতিষ্ঠিত এই প্রকল্পটি ভারতের সরকারের সমর্থিত ও সুরক্ষিত পরিকাঠামো উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের সুরক্ষিত, মজবুত এবং দীর্ঘমেয়াদি সংযোগ শক্তিশালী করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শ্রীরামপুরে পথশ্রী প্রকল্পের কাজ শুরু, ২৮.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শহরের সড়ক পরিকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার শ্রীরামপুর পৌরসভায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুরপ্রধান (চোয়ারম্যান) গিরিধারী সাহা এই প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পুরপ্রধান জানান, এই পর্যায়ে মোট ৮৫টি রাস্তার কাজ করা হবে, যার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য মোট ২৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ১২ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, দ্বিতীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত ১০টি রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় কিলোমিটার। এই পর্যায়ের জন্য ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২১২ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পর্যায়েও প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করে পাঠানো হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত সমস্ত কাজ কেএমডিএ –এর নজরদারিতে করা হচ্ছে, যাতে কাজের গুণমান এবং সময়সীমা বজায় থাকে। সাংবাদিক সম্মেলনে গিরিধারী সাহার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সিআইসি সন্তোষ ওরফে পান্সু সিং, তিয়ষা মুখোপাধ্যায় সহ পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা। পৌর প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে শ্রীরামপুরের বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যান চলাচলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে।



শনিবার উল্বেড়িয়া পৌরসভার উদ্যোগে পৌর এলাকায় পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের একাধিক রাস্তার শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, উল্বেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উল্বেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চোয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর প্রমুখ।

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ময়লার ভাগাড়ে ফুটল গোলাপ-গাঁদা, আশুত স্বাস্থ্য কর্তারা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ ফেব্রুয়ারি : বহরখানেক আগেও হাসপাতালের সামনের জায়গাটি ছিল একেবারেই পরিভক্ত। সেখানে জমে থাকত ময়লা-আবর্জনার স্তুপ, চারপাশে সারাক্ষণ ভদ্রভন্ন করত মশা-মাছি।



উঠানে হাসপাতালের রোগী, তাঁদের পরিজন থেকে শুরু করে আশপাশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্য বদলে গেছে আমূল। আবর্জনার স্তুপের জায়গায় এখন চোখ জুড়ানো ফুলের বাগান। পরিভক্ত জায়গাটি আজ রঙিন ফুল ভরে উঠেছে, আর দুর্গন্ধের জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে ফুলের মনোহারনা সুবাস। এই পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। নিজের কাঁধে দোঁড় হয়ে তিনি হাসপাতাল পরিষ্কারের উদ্যোগ নেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের সহযোগিতায় পরিভক্ত জমিতে গড়ে তোলা হয় এই ফুলের বাগান। আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ বলেন, এই জায়গায় আগে নির্বিচারে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হত। সেখান থেকে ব্যাপক দুর্গন্ধ ছডাত। কিশোরী আমাদের নজরে আসার পরই ঠিক করি জায়গাটার চেহারাই বদলে দেব। বর্তমানে এই বাগানে রয়েছে গোলাপ, গাঁদা, ডালিয়া, জবা সহ নানা ধরনের ফুল গাছ। এদিন শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পরিদর্শনে এসে স্বাস্থ ভবনের হেলথ সার্ভিস ডিরেক্টর ডঃ সপন সোহন এবং সি এম ও এইচ জয় রাম হেডরম এছাউনোগে দেখে আশুত হান। ডঃ সপন সোহনে বলেন, এই বাগান আমার খুবই ভালো লাগলো। আইসি সাহেবের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। হাসপাতালের রোগীরাও এই পরিবর্তনে দারুণ খুশি।

ফর্ম ৬, ৭, ৮ জমা ও নথি আপলোডের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন রাজ্যের সিইও-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সাধারণ ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি ফর্ম ৬, ৭ ও ৮ জমা দেওয়া, সংশ্লিষ্ট নথি আপলোড এবং শুনানি ও নিষ্পত্তির সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমান নির্ধারিত সময়সীমা বাতিয়ে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অর্থাৎ প্রায় এক সপ্তাহের অতিরিক্ত সময় চেয়ে এই আবেদন জানানো হয়েছে। জানা গেছে, ভোটার তালিকা সংশোধন, নাম অন্তর্ভুক্তি, নাম সংশোধন ও টিকানা পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় বহু আবেদন এখনও প্রক্রিয়াজার রয়েছে। বিভিন্ন জেলায় বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এবং উদ্যোগে দেখে আশুত হান। ডঃ সপন সোহনে বলেন, এই বাগান আমার খুবই ভালো লাগলো। আইসি সাহেবের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। হাসপাতালের রোগীরাও এই পরিবর্তনে দারুণ খুশি।

ফর্ম ৬, ৭, ৮ জমা ও নথি আপলোডের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন রাজ্যের সিইও-র

রাজ্যের বাজেটের সুফল প্রচার জন জোয়ারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটের সুফল মানুষের সামনে তুলে ধরতে জনজোয়ারে ভাসলো শাসক দল। রাজ্য বাজেট নিয়ে রাজ্য জুড়ে পথে নামলো তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন খুঁজুটিপাড়ায় হাজার মহিলাদের নিয়ে মহামিছিল করে খুঁজিটিপাড়া মোড়ে সভা করলেন নানুর যুব ও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের মহা মিছিলে পা মেলালেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ। সভায় কাজল সেখ তার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উন্নয়নের কথা। কাজল সেখ তার বক্তব্যে সকলকে মনে করিয়ে দেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে একটাও প্রকল্প থাকবে না। নগয়ানগর কড্ডা অঞ্চলের ৪টি ব্লক থেকে কয়েক হাজার মহিলা এদিনের মহা মিছিলে হাজির হন। লক্ষীর ভাণ্ডারে পাঁচশো বাড়ায় উচ্ছাস ও আনন্দের ফেটে পড়েন মহিলারা। তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা, কল্পনাত বমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমোহনী মজটো কুপোকাত বিরোধীরা।

জুতোর ভিতরে মোবাইল! পরীক্ষা বাতিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৭ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষা কেন্দ্রে জুতোর ভিতর থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। ঘটনায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কড়া নির্দেশ অনুযায়ী চলতি মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোবাইল ফোন বহনে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা-কারও কাছেই মোবাইল ফোনের অনুমতি নেই। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে রাজ্য জুড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ব্যান্ডো হয়েছে নজরদারী। এই পরিস্থিতিতেই কাটোয়ার ভারতী ভদন স্কুলের এক ছাত্রকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ওই ছাত্রের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল কাটোয়ার ডিভিসি গার্লস স্কুলে। পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের ইনচার্জ খবর পান, শৌচাগারের কাছে এক ছাত্রের জুতোর তলায় একটি মোবাইল ফোন রাখা রয়েছে। বিষয়টি জানার পর নজরদার শিক্ষিকা তল্লাশি চালিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের কাছ থেকে মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করেন। পরীক্ষার শেষ লগ্নে মোবাইল উদ্ধারের পরই ঘটনার নিয়ম অনুযায়ী ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বর্ধমান আঞ্চলিক আধিকারিক অঞ্জন ঘোষ জানান, পরীক্ষা নির্বিঘ্ন ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে সব কেন্দ্রে নজরদার শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, শিক্ষক কিংবা পরীক্ষার্থী- কারও কাছেই মোবাইল ফোন রাখা যাবে না।

উদ্ধার কয়েক লক্ষ টাকার ট্যাবলেট, গাঁজা, ব্রাউন সুগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মাদকের হোম ডেলিভারি! এক কোনে হাতে পৌঁছে বাধে নিষিদ্ধ মাদক! তাও আবার কিনা সুগার নজর এটিয়েই! শুক্রবার রাতে বারো হাজার নেশার ট্যাবলেট-সহ একটি টোটে আটক করে পুলিশ। যুক্ত সুদেশের প্রেতার করা হয় দুই যুবককে। গতদের জেবো করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এদেশে পুলিশের হাতে। যা রীতিমতো পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের কপালে চিহ্নের ভাজ ফেলেছে। অন্যদিকে খড়িবাড়িতে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার। এছাড়াও কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে পাচারের পথে ৪০ লক্ষ টাকার গাঁজা মিলেছে। শিলিগুড়ি মহকুমা জুড়ে জাঁকিয়ে বসছে মাদকের রমরমা কারবার। কি নেই! নিষিদ্ধ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। প্রেপ্তারও হয়েছে। ওই পর্যন্ত ঠিক আছে। তাই বলে মাদকের হোম ডেলিভারি? এবেদন আলোচনায় শোনা গেছে। এবার বাস্তবে যে সেটা বেশ ভালোভাবেই চলছে শুক্রবার পুলিশ কর্তারা রেট পেলেন। জানা গেছে, শুক্রবার টোতে পুরনো এসজেডিএ দপ্তরের কাছে ফাঁকা জায়গায় অভিযান চালিয়ে ১২ হাজার নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। বালি প্রেতার করা হয় ২ যুবককে। ধৃতদের নাম সুদেশ রজক এবং সুদীপ পণ্ডিত। দু’জনই প্রেতারকর এলাকার বাসিদ্দ। তাদের জেবো করতে পুলিশ কর্তাদের মাধ্যম হাত। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

মস্কোর অভিজাত এলাকায় বাড়ির সামনেই গুলিবিদ্ধ রাশিয়ার শীর্ষ গোয়েন্দা সেনা আধিকারিক, হামলার কারণ ঘিরে রহস্য

৭ ফেব্রুয়ারি : রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় চরম নিরাপত্তার মধ্যেও বাড়ির সামনেই গুলিবিদ্ধ হলেন দেশটির অন্যতম শীর্ষ সেনা ও গোয়েন্দা আধিকারিক। শুক্রবার সকালে মস্কোর উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠের একটি আবাসিক এলাকার সামনে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্লাদিমির আলেক্সেয়েভকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অজ্ঞাত পরিসর এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা যাচ্ছে। এই ঘটনায় রাশিয়ার প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজধানীর মতো উচ্চ নিরাপত্তা-বেষ্টিত এলাকায় একজন শীর্ষ সামরিক আধিকারিকের উপর এমন হামলা দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।
কীভাবে ঘটল হামলা-সংবাদ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে নিজের আবাসনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রাশিয়ার সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা জিআরইউ -এর উপ-প্রধান। রাশিয়ার সামরিক ও কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর গোয়েন্দা কার্যকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত

আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ততক্ষণে হামলাকারী পালিয়ে যায়। আহত



আলেক্সেয়েভকে সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষায়িত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কে জ্লাদিমির আলেক্সেয়েভ - লেফ টেন্যান্ট জেনারেল জ্লাদিমির আলেক্সেয়েভ রাশিয়ার সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা জিআরইউ -এর উপ-প্রধান। রাশিয়ার সামরিক ও কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর গোয়েন্দা কার্যকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ইউক্রেন নয়, সিরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের সময়ও গোয়েন্দা অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

শেষ হয়েছে। যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছিল।

এর ঠিক পরের দিনই মস্কোর বুকে

জড়িত কি না-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে ফরেনসিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আগেও টার্গেট হয়েছেন রুশ সেনা আধিকারিকরা

উল্লেখ্য, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে রাশিয়ার একাধিক সামরিক ও প্রশাসনিক আধিকারিক হামলার শিকার হয়েছেন। তবে রাজধানী মস্কোর অভ্যন্তরে এত উচ্চপদস্থ একজন গোয়েন্দা আধিকারিককে প্রকাশে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা বিরল। বিশেষজ্ঞদের মতে, আলেক্সেয়েভ এই যুদ্ধের অন্যতম কৌশলগত মুখ হওয়ায় তিনি বহু পক্ষের চোখে ‘ হয়ে থাকতে পারেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন বা গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। এই হামলা শুধু রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যখন কূটনৈতিক সমাধানের আলোচনা চলছে, তখন এমন ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। রাশিয়ার সরকারি মহল এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে খুব বেশি মন্তব্য করেনি। তবে ক্রেমলিন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রপতি জ্লাদিমির পুতিনকে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

‘ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে জিন’- অলৌকিক অভিযোগে থানায় বাবা, নিখোঁজ নাবালক ঘিরে চাঞ্চল্য



রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান,৭ ফেব্রুয়ারি : ছেলেকে নাকি তুলে নিয়ে গিয়েছে জিন! এমনই অবিশ্বাস্য অভিযোগ তুলে থানার দ্বারস্থ হলেন এক বাবা। শুনতে রূপকথার মতো লাগলেও, এই আজব ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি জেলায়। নিখোঁজ এক নাবালককে ঘিরে পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনের তদন্ত এবং অলৌকিক বিশ্বাস-সব মিলিয়ে ঘটনাটি এখন দেশজুড়ে আলোচনায় বিষয় হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২১ জানুয়ারি নিজের বার্নি থেকেই রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালক। পরিবারের দাবি, সে দিন থেকেই ছেলের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আত্মীয়স্বজন, পরিচিত এলাকা, প্রতিবেশী-সব যোগায়া খোঁজ চালিয়েও কোনও সূত্র মেলেনি। টানা দশ দিন কেটে যাওয়ার পর চরম উদ্বেগ ও হতাশার মধ্যে পড়ে অবশেষে থানার দ্বারস্থ হন ছেলোটর বাবা।

তক্ষশিলা খানাম দায়ের করা এফআইআরে বাবা যে অভিযোগ করেছেন, তা শুনে প্রথমে অনেকেই হতবাক হয়ে যান। তাঁর দাবি, কোনও মানুষ নয়, বরং এক ‘ বা অলৌকিক শক্তিরই তাঁর ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে, এর আগেও একাধিকবার ওই নাবালক নাকি জিনের কবলে পড়েছিল। পরিবারের দাবি অনুযায়ী, অতীতে কয়েকবার ছেলোট হঠা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আবার বার্নিতে ফিরে আসে। পরিবারের সদস্যদের বিশ্বাস, কোনও অজানা অলৌকিক শক্তি তাকে তুলে নিয়ে যেত এবং পরে হেড়ে দিত। তবে এবারের ঘটনায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দশ দিন পেরিয়ে গেলেও ছেলোটের কোনও খোঁজ মেলেনি, যা পরিবারকে আরও আতঙ্কিত করে তুলেছে। নাবালকের এক আত্মীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, আগেও এমন হয়েছে। বাবা একে অদৃশ্য শক্তি ওকে তুলে নিয়ে যেত, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বা এক-দু দিনের মধ্যেই ও ফিরে আসত। আরো তখন ভাবতাম, হয়তো বাচ্চাদের কল্পনা বা ভ্রা। কিন্তু এবার দশ দিন হয়ে গেল, এখনও কোনও খবর নেই। আমরা ভীষণ চিন্তায় আছি। এই অভিযোগ ঘিরে এলাকায় দ্রুত গুঞ্জন বধিয়ে পড়ে। কেউ এটিকে অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করছেন, আবার অনেকেই বিষয়টিকে মানসিক বিভ্রান্তি বা সামাজিক কুসংস্কারের ফল বলে মনে করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে ওই পরিবার অলৌকিক শক্তি ও জিন-সংক্রান্ত বিশ্বাসে আস্থাশীল, যা এই অভিযোগের পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে পুলিশ বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে। তক্ষশিলা থানার এক আধিকারিক জানান, অভিযোগ যতই অস্বাভাবিক হোক না কেন, একটি নাবালকের নিখোঁজ হওয়া অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সেই কারণেই এফআইআর গ্রহণ করা হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালকের শেষ দেখা পাওয়ার সময়কার পরিস্থিতি, পারিবারিক পরিবেশ, প্রতিবেশীদের বক্তব্য এবং মোবাইল ফোন বন্ধক্রেতৃত্ব তথ্য-সব কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এটি কোনও সাধারণ নিখোঁজের ঘটনা অথবা অপহরণের ঘটনাও হতে পারে, যার সঙ্গে অলৌকিক কোনও বিষয় যুক্ত নাও থাকতে পারে। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, আমরা বৈজ্ঞানিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেই তদন্ত করছি। জিন বা অলৌকিক শক্তির বিষয়টি আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পরিবার যা বলছে, সেটাকেও আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছি না। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মনোবিদদের মতে, এমন ধরনের অভিযোগ অনেক সময় গভীর মানসিক চাপ, ভয় অথবা সামাজিক বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয়। বিশেষ করে যখন দীর্ঘদিন ধরে কোনও সম্ভাবনের খোঁজ থাকে, সন্তানকে যেন দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির এই ঘটনা শুধু একটি নিখোঁজের ঘটনা নয়, বরং সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, ভয় এবং বাস্তব তত্ত্বের মধ্যে চলা টানাপোড়েনের এক অদ্বুত ছবি তুলে ধরছে। এখন নজর পুলিশের তদন্তে-শেষ পর্যন্ত সত্যিই কী ঘটেছিল, তা কি আসে জানা যাবে?

ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত শাস্তি, আমৃত্যু কারাদণ্ড পেল রায়ান, নিঃস্পৃহ প্রতিক্রিয়া ঘিরে চাঞ্চল্য

৭ ফেব্রিয়ারি : মার্কিন রাজনীতিতে চাঞ্চল্যাকর এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টার গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত রায়ান রাউথ-কে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল মার্কিন আদালত। বৃথবার মার্কিন বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে এই রায় ঘোষণা করে। কিন্তু এমন ভয়াবহ সাজা ঘোষণার মুহূর্তেও অনুতাপ বা ভয়ের কোনও ছাপ দেখা গেল না রায়ানের মুখে। বরং আদালতের গ্যালারির দিকে ঘুরে ‘মারার’ মতো নিঃস্পৃহ ও ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গোটা আদালতকক্ষকে স্তব্ধ করে দেয়। আদালতে সাজা, বাইরে বিস্ময়-বৃথবার সাজা ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কৌশলি, নিরাপত্তা আধিকারিক এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। বিচারক যখন আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন, তখন অনেকেই আশা করেছিলেন অভিযুক্তের মুখে অন্তত অনুশোচনার ছায়া দেখা যাবে। কিন্তু বাস্তবে উল্টো চিত্র। সাজা ঘোষণার পর রায়ান নির্বাকর ভঙ্গিতে আদালতের দর্শকাসনের দিকে তাকিয়ে চোখ মারেন। এই আচরণ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে-এই ব্যক্তি আস্ী অনুতপ্ত, নাকি তিনি নিজের কৃতকর্মকে এখনওগ্লম্ব বলে মনে করেন? নির্বাচনের আগে আমেরিকায় আতঙ্ক- ঘটনাগুলি ঘটে ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে, যখন গোটা দেশ রাজনৈতিক উত্তেজনায় টগবগ করছিল। সেই সময় পরপর দু’বার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা হয়, যা আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নাজিয়ে দেয়। প্রথম হামলাটি ঘটে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। ট্রাম্প তখন একটি নির্বাহী সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভরা জনসমাবেশে আচমকুই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। গুলিটি তাঁর কানের পাশ

এপস্টিন কেলেক্সারিতে নতুন বিতর্ক : ই-মেল ফাঁসে দীপক চোপড়ার নাম, অভিযোগ অস্বীকার

৭ ফেব্রুয়ারি : কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক বিতর্কে ফের নতুন করে আলোচনায় উঠে এল এক পরিচিত নাম। এ বার এপস্টিন কেলেক্সারিতে নাম জড়াল ইদ্রো-মার্কিন লেখক ও বিশ্বখ্যাত ওয়েলসেন গুরু দীপক চোপড়ার। সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা এপস্টিন-সম্পর্কিত নথি ও ই-মেল কাগজপত্থনে চোপড়ার নাম উঠে আসতেই নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। যদিও দীপক চোপড়া স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তিনি কোনও ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন না এবং এপস্টিনের কুকীর্তির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, তবু প্রকাশ্যে আসা ই-মেলগুলির ভাষা ও বক্তব্য ঘিরে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। কী রয়েছে ফাঁস হওয়া ই-মেলগুলিতে সংবাদমাধ্যমের হাতে আসা নথি অনুযায়ী, ২০১৭ সালে জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে দীপক চোপড়ার একাধিক ই-মেল আদানপ্রদান হয়েছিল। সেই ই-মেলগুলির

কয়েকটি অংশ প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক দানা বাঁধে। একটি ই-মেলে চোপড়াকে এপস্টিনের উদ্দেশ্যে লিখতে দেখা যায়, অন্য একটি ই-মেলে তাঁর লেখা আরও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সেখানে তিনি লেখেন, এই বিশ্বস্ততাও মানুষের তৈরি। আর সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন ঠিক কখন কী ধরনের শব্দ করতে হয়! সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই ই-মেলটি ঘিরে, যেখানে চোপড়া নিজেকে তথাকথিত ‘ ক্ষুধা’ নিবারণের প্রসঙ্গে অল্পবয়সি হয়েদের সঙ্গে পছ ৭দ করার কথা উল্লেখ করছেন বলে অভিযোগ। এই ই-মেলগুলি সামনে আসার পরই চোপড়া নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তাঁর দাবি, তিনি কখনওই কোনও বেআইনি বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন না। এপস্টিনের অপরাধ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না বলেও জানিয়েছেন চোপড়া। চোপড়ার ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, ই-মেলগুলির ভাষা ব্যক্তিগত আলাপচারিতার অংশ

হলেও তা থেকে কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যায় না। তাঁদের মতে, প্রেক্ষাপট ছাড়া এই ই-মেলগুলি প্রকাশ্যে এনে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। দীপক চোপড়া দীর্ঘদিন ধরেই আত্মোন্নয়ন, আধ্যাত্মিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। তাঁর লেখা বই, বক্তৃতা ও দর্শন বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনুরাগ করেন। সেই কারণেই এপস্টিনের মতো বিতর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং এমন ভাষার ই-মেল সামনে আসায় অনেকেই কাছেই বিষয়টি বিস্ময়জনক ও হতশাশ্বজক। বিশেষজ্ঞদের মতে, এপস্টিন কেলেক্সারির ক্ষেত্রে নাম উঠে এসেই আইনি প্রশ্ন প্রমাণ হয় না, তবে তেঁাকে প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসে- বিশেষত যখন আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র এই-মেল কথোপকথন বা মামলার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়, যদি না তাতে সরাসরি বেআইনি কাজের প্রমাণ মেলে।

পাকিস্তানের মাটি থেকেই ফের সন্ত্রাসের হুক্মার

৭ ফেব্রুয়ারি :আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার মুখে শক্তির বার্তা দিলেও বাস্তবে পাকিস্তান যে এখনও সন্ত্রাসবাদের আড়ুড়ঘর-তার প্রমাণ ফের একবার সামনে এল। লাহোরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য জনসভা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে হামলার হুমকি দিল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লন্স্বর-ই-তৈবার শীর্ষ নেতা সৈয়দ আব্দুল রহমান নকভি। শুধু তাই নয়, আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে আগুন জ্বালানোর হুমকিও পাঠানো গিয়েছে তার বক্তব্যে।এই উস্কানিমূলক বক্তব্য এসেছে এমন এক সময়ে, যখন ভারতের আপত্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পাকিস্তান আবারও পালন করেছে তথাকথিত ‘ সংহতি দিবস’। আর সেই দিনটিকেই ব্যবহার করে ফের ভারত-বিরোধী প্রচার ও সন্ত্রাসি ভাষণ-যা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন করে অস্বস্তিতে পড়েছে ইসলামাবাদ। অভিযোগে আরোজিত একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রহমান নকভি কার্যত যুদ্ধবন্দেহী ভাষায় বলেন, অখণ্ড ভারতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেব। আগ্রা জালিয়ে দেব। জলবে দাক্ষিণাত্যও। এর সঙ্গেই সে স্পষ্টভাবে দিল্লিকে লক্ষ্য করে হামলার হুমকি দেয়। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের প্রকাশ্য হুমকি শুধু উসকানিমূলক নয়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী নীতির সরাসরি লঙ্ঘন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নকভি শুধুই কোনও বিচ্ছিন্ন জঙ্গি নেতা নয়। সে লন্স্বর-ই-তৈবার ঘাষা সংগঠন পাকিস্তান মারকাভি মুসলিম লিগ (গুশ্বগুগ)-এর প্রধান। অর্থাৎ, রাজনৈতিক মুখোশের আড়ালে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদই যে পাকিস্তানে আজও বহাল, এই ঘটনাই তার বড় প্রমাণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। প্রতি বছর ৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে পালিত হয় .’সংহতি দিবস’। এই দিনটিকে ঘিরে পাকিস্তান সরকার দাবি করে, তারা কাশ্মীরিদের সমর্থনে একাবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে বছরের পর বছর ধরে এই দিনটিকেই ভারত-বিরোধী প্রচার, ভুয়ো মানবাধিকার অভিযোগ এবং সুপ্রসিি বক্তব্য ছড়ানোর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে- এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতের তরফে স্পষ্ট আপত্তি জানানো সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আড়ম্বরে এই দিন পালন করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুটি ঘোষণা করা হয়, রাস্তায় রাস্তায় সভা-মিছিল হয়-যার অনেকগুলিতেই শোনা যায় উগ্র ও হিংসাত্মক স্লোগান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও চাপ বাড়ছে পাকিস্তানের উপর। বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদী প্রবাসী কাশ্মীরিরা এই তথাকথিত কাশ্মীর সংহতি দিবসের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, কাশ্মীরের নামে পাকিস্তান আসলে নিজেরের দেশে বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা হিংসা, নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঢাকার স্টেটা করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন পাকিস্তানের একাংশ নাগরিক। তাঁদের স্লোগান ছিল-সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করুন, কাশ্মীর নয়, পাকিস্তানের মানুষকে বাঁচান। এই দৃশ্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষকেও সামনে এনে দিয়েছে।ইতিহাস ও রাজনীতির যোগ-কাশ্মীর সংহতি দিবসের সূচনা হয় ১৯৯১ সালে, যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নওয়াজ শরিফ-বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দাদা। সেই সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দিনটির সূচনা হলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি কার্যত ভারত-বিরোধী প্রচারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং আন্তর্জাতিক চাপ থেকে নজর যোরাতেই বারবার কাশ্মীর ইস্যুকে ব্যবহার করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। আর সেই সূযোগেই মাথাচাড়া দেয় লন্স্বর, জইশের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলি।

লাহোরের মঞ্চ থেকে লন্স্বর জঙ্গির এই প্রকাশ্য হুমকি ফের একবার প্রমাণ করল-পাকিস্তান শুধু সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্যর্থই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতারা সেখানে প্রকাশ্যে সভা করছেন, হুমকি দিচ্ছেন, অথচ প্রশাসনের তরফে কোনও দৃঢ়মান্যন পদক্ষেপ নেই। ভারতের নিরাপত্তা মহল ইতিমধ্যেই এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। কূটনৈতিক স্তরেও বিষয়টি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার প্রস্তুতি চলছে বলে সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে, কাশ্মীর সংহতি দিবসকে কেন্দ্র করে লাহোর থেকে দিল্লি কাঁপানোর হুমকি শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের সন্ত্রাস-সমর্থন নীতিরই আরেকটি প্রকাশ। আন্তর্জাতিক সমাজ এবার কতটা কঠোর অবস্থান নেয়, সেটাই দেখার।

ইজরায়েলের রাস্তায় কি সত্যিই ‘ফিরে এল’ এপস্টেইন? ভাইরাল ছবিতে তুঙ্গে জল্পনা



৭ ফেব্রুয়ারি : ২০১৯ সালের আগস্ট। প্রেগুয়ারি মাত্র এক মাসের মধ্যেই নিউ ইয়র্কের জেলে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় কুখ্যাত মৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের। সরকারি ভাবে আত্মহত্যা বলেই জানানো হয়েছিল তাঁর মৃত্যু। কিন্তু সেই সময় থেকেই নানা প্রশ্ন, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং জল্পনা ছায়া ফেলেছে এপস্টেইন-কাণ্ডে। সম্প্রতি ‘ ফাইলস’ প্রকাশ ঘিরে যখন আবার বিশৃঙ্জুড়ে চাঞ্চল্য, ঠিক তখনই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হল একটি ছবি-যা নতুন করে আগুনে ঘি দেবে। ভাইরাল হওয়া সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইজরায়েলের কোনও এক শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি। কাপো চশমা, লম্বা সাদা চুল, গাভর্ত্তি সাদা দিলি-চেহায়ায় আশ্চর্যজনক মিল। জেফ্রি এপস্টেইনের সঙ্গে। সেই মিল দেখেই অনেক নেটিজেন দাবি করতে শুরু করেন, এপস্টেইন একেই আবার দাবি করছেন, এতদিন ধরে গোটা বিশ্বকে ভুল বুঝিয়ে আড়ালে ছিলেন এই কুখ্যাত অপরাধী। এমন মন্তব্যে ফের উসকে উঠেছে পুরনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব-প্রত্যাশালী ব্যক্তিদের বাচাতে নাকি এপস্টেইনের মৃত্যুকে

সাজানো হয়েছিল। তবে এই দাবির বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে বহু নেটিজেন। তাদের মতে, ছবিটি ভুয়ো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি। এক এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন, নাকটো এপস্টেইনের মতো হলেও কানের গঠন আলাদা। আর এক জনের দাবি, ছবিতে ওয়াটারমার্ক দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই আাই জেনারেটর্ড। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন ছবি ছড়ানো হয়েছে, যাতে এপস্টেইন ফাইলস থেকে জনমতকে অন্যদিকে ঝেঁকিয়ে দেয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের একাংশও মনে করছেন, বর্তমান সময়ে একে আাই প্রযুক্তির মাধ্যমে বাস্তবের মতো ছবি তৈরি করা খুবই সহজ। কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য থাকলেই তা নিয়ে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই যাচাই না করে এমন ছবিকে সভ্য বলে ধরে নেওয়া বিপজ্জনক। এখনও পর্যন্ত কোনও নিশ্চরযোগ্য সূত্র বা প্রমাণ নেই, যা এই ভাইরাল ছবির সত্যতা নিশ্চিত করে।

CHANGE OF NAME

I, Joykrishna Giri (Old Name) S/O—Gu-rupada Giri resident of Vill & P.O:—Haribhanga , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim &also I have changed my name from Joykrishna Giri to Abu Sahid Sk and henceforth I shall be known as Abu Sahid Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn be-fore the notary public Berhampore court on 07/02/2026. My name Abu Sahid Sk & Joykrishna Giri both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joykrishna Giri (Old Name) S/O—Gu-rupada Giri resident of Vill & P.O:—Haribhanga , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim &also I have changed my name from Joykrishna Giri to Abu Sahid Sk and henceforth I shall be known as Abu Sahid Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn be-fore the notary public Berhampore court on 07/02/2026. My name Abu Sahid Sk & Joykrishna Giri both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME



I Mir Parveen Irani(ol'd name) W/O-Mir Mohammad Selim, Resident of Vill- Banpurkul P.O-Sree Mayapur,P.S-Nabadwip, Dist- Nadia,W.B do hereby declare that I have changed my name from Mir Parveen Irani (ol'd name) to Parveen Irani (new/cor-rect name) and henceforth I shall be Known as Parveen Irani (new/cor-rect name) in all purpose, Vide affidavit no.737, sworn before the Judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Dist-Nadia,W.B, on Date-28/01/26, Parveen Irani (new/cor-rect name) and Mir Parveen Irani (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SUBRATA SHIL S/O KALI PADA SHIL MY SON SWARUP SHIL HIS BIRTH CERTIFICATE HIS NAME HAS BEEN RECORDED AS SARUP/SWARUP SHIL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISH-NAGAR COURT ON 21/12/2018 SWARUP SHIL AND SARUP/ SWARUP SHIL IS SAME PERSON R/O VILL CHAPRA DIGANAGAR DIST NADIA.

CHANGE OF NAME

I,SHRIKANTA SAHA MY SON SAN-JOY SAHA HIS BIRTH CERTIFICATE NO 49 DT 5/2/2003 MY NAME HAS BEEN RECORDED AS SHRI SHRIKANTA SAHA WIFE NAME SMT SHAFALI SAHA. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE NABADWIP COURT ON 5-2-26 I SHRI KANTH SAHA AND SHRI SHRIKANTA SAHA S/O KARTICK SAHA AND MY WIFE SHEFALI SAHA AND SMT SHE FALI SAHA WO SHRIKANTA SAHA ALL ARE SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS SHRIKANTA SAHA WIFE ACTUAL NAME IS SHEFALI SAHA VILL PO MHHSNG GANG NABADWIP NADIA

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Muzdin Zamadar, S/O- Abdur Rahim Jamadar, R/o- Ram Krishna Pally, Raipur Sonapur (M), P.O.- Sonapur, Dist.- 24 Pgs.-700150, WB, that my & father's name wrongly recorded in my Admit Card as Md Muzdin Zamadar, S/o- Md Abul Jamadar, in Pan & Aadhar Card as Mohammed Muzdin Zamadar, S/O- Abdur Rahim Jamadar & also in Voter Id Card as Mohammed Abdul Ja-madar in place of Abdur Rahim Jamadar, vide Affidavit No.4801, dt. 06.02.2026, before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore. That, Soheli Sammin Molla@ Md Muzdin Zamadar@Mohammad Muzdin Za-madar, S/o.- Abdur Rahim Jamadar@Md Abul Jamadar @Mohammad Abdul Ja-mader all are same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Soheli Sammin Molla, D/o. Abubkkr Siddik Islam Mollia, W/o.- Mohammad Muzdin Za-madar, R/o- Ram Krishna Pally, Raipur Sonapur (M), P.O.- Sonapur, Dist.- 24 Pgs.-700150, that my actual name, husband & my fa-ther's actual name wrongly recorded in my Admit Card as Soheli Sammin, in Pan, Voter Id Card & Passport as Abubakkar Siddique Islam & also in my Aadhar Card Saheli Sammin Molla, W/o.- Muzdin Zamadar in place of Soheli Sammin Molla, vide Affidavit No. 4802 dt. 06.02.2026, before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore. That, Soheli Sammin Molla@ Soheli Sammin@Saheli Sammin Molla, W/o.Mohammad Muzdin Zamadar, D/o. Abubkkr Siddikil Islam Mollia@Abubakar Siddique@Abubakkar Sid-dikul Islam Molla all are same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sujan Mondal S/o Basudeb Mondal residing at Vill. Par Krishnachandrapur, P.O.-Kr-ishnachandrapur, P.S.-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare my correct name is Sujan Mondal instead of Sujan Mandal, my father's correct name is Basudeb Mondal instead of Ba-sudeb Mondal and my mother's correct name is Usha Mondal instead of Usha Man-dal, as declared before the Ld. Executive Magistrate, at North 24 Parganas on 05.02.2026. That Sujan Mondal and Sujan Mandal, Basudeb Mondal and Basudeb Mandal as well as Usha Mondal and Usha Mandal all are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jelehrar Mondal W/O Kader Mondal residing at Vill. Kharrbropa, P.O.& P.S.- Gopalinagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743262 do hereby solemnly affirm and declare my correct name is Jele-har Mondal instead of Jelehar Bibi, which is recorded in my son Arman Mondal's Birth Certificate(No. 138905) & Passport(No. 1298856) as de-clared before the Notary Public at North 24 Parganas on 06.02.2026. That Jelehar Mondal and Jelehar Bibi both are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shahaneevaw Sekh, SO Anisar Sekh গ্রামঃ মাঝারিগাতি, পোঃ সফিগাতা বাজার, থানাঃ মন্ডারপুর, বীরহুদার বালিশা। আমার নতুন তালিকা কার্ড এবং আমার কার্ডে Shahaneevaw Sekh, SO Sehetar Ali নাম নথীভূত রয়েছে। আমার পুরনো তালিকা কার্ডে Sekh Kalamuddin, SO Sehetar Ali নাম নথীভূত রয়েছে। ১৮.১১.২০২৫ তারিখ বরপুষ্কট এন্ট্রিকিউট মাঝিষ্টেট কোর্টে এপিডেক্তি বসে ঘোষণা করছি। Shahaneevaw Sekh, SO Sehetar Ali and Sekh Kalamud-din, SO Sehetar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Khodabokh Sekh, SO Anisar Sekh গ্রামঃ মাঝারিগাতি, পোঃ সফিগাতা বাজার, থানাঃ মন্ডারপুর, বীরহুদার বালিশা। আমার নতুন তালিকা কার্ডে Khodabokh Sekh, SO Anisar Ali নাম নথীভূত রয়েছে। আমার পুরনো তালিকা কার্ডে Sarbtullah Sekh, SO Anisar নথীভূত রয়েছে। ১৮.১১.২০২৫ তারিখ বরপুষ্কট এন্ট্রিকিউট মাঝিষ্টেট কোর্টে এপিডেক্তি বসে ঘোষণা করছি। Khodabokh Sekh, SO Anisar Sekh and Sarbtullah Sekh, SO Anisar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র
করে হাসপাতালের
সামনে বিক্ষোভ

নেজের প্রতীনারা, আসানসোল, প
ফেরারি : আসানসোল উত্তর
থানার অন্তর্গত সৃষ্টিগণের অবস্থি
একটি বেসরকারি হাসপাতালে শিশু
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল
থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
চিকিৎসার গাফিলতের অভিযোগ
তুলে মৃত শিশুর পরিজনদের
হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ
দেখাতে শুরু করেন। পরিবারের
সমসাদেরে অভিক্রমণ, তাঁদের সন্তান
সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। শুক্রবার সামান্য
হুম হওয়ায় তাকে ওই বেসরকারি
হাসপাতালে ভর্তি করে হয়েছিল।
কিন্তু এদিন সকালে হঠাৎই শিশুটি
মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এই ঘটনা
শোক-সুত্র পরিবারটির দাবি
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত
গাফিলতের কারণেই তাঁদের সন্তানকে
হারাতে হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে
আসানসোলের ওঁদের থানার পুলিশ দ্রুত
ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে
আনার চেষ্টা করে। পুলিশ পরিবারের
সমসাদদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার
বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে।
পুরো বিষয়টি ঘটনায় দেখতে এবং
সুন্দর করেছে। বর্তমানে হাসপাতাল
চত্বরে খামখেমে পরিস্থিতি বিরাজ
করেছে। মৃত শিশুর পরিজনদের
দায়িত্বের বিরুদ্ধে কোর্টার শাস্তির দাবি
জানিয়েছেন।

ট্রাকে থাক্কা বাইকের!
মৃত্যু দুই কলোজ
পড়ুয়ার, আহত ১

নিজের প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, যেক্ষম্ভ্রান্তি : জলপাইগুড়িতে রাষ্ট্রপতি জলপাইগুড়ি থেকে থাকা কনষ্টেবল গাড়িতে থাকা দিল বাইকা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া দুই বাইক আরোহীরা। গুরুতর আহত এক জন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার মনুয়াগঞ্জের কাছে আমবাড়ি-হাতিমোড় রাজ সড়কে পুলিশ জনিয়াকে, আমবাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে তিন যুবক হাতিমোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মনুয়াগঞ্জ সংলগ্ন তুঁতবাড়ী এলাকায় একটা বড় কনষ্টেবল গাড়ির সঙ্গে ওই বাইকের সংঘর্ষ হয়। শুক্লাবার রাতে কনষ্টেবল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাষ্ট্র থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত শনিবার সকালে কুয়াশার জন্য বাইক আরোহীরা কনষ্টেবলগটিকে দাঁড়িয়ে থাকাতে দেখতে পাননি। সে কারণেই দুর্ঘটনাটি বলে মনে করা হচ্ছে। মৃতদের হাতিমোড় কর্ণসেব মণ্ডল এবং শ্রীশর্মা ওরফে আহত যুবকের নাম দীপঙ্কর মজুমদার।

দিঘা-আসানসোল
এক্সপ্রেস থামবে
একাধিক নতুন স্টেশানে

১০ : দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হলে
মেদিনীপুরের জেলার মানাষের। এবার

থেকে দিখা-আসানসোলে এক্সপ্রেসকে
দাঁড়াবে গড়বেতা, চন্দ্রকোণা রোডের
ও শালবনি স্টেশনে। শনিবার দিখা-
পূর্ব রেলের সদর দপ্তর গার্ডেনব্রি-
থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
রেলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত
জানিয়েছেন মেদিনীপুর জেলা
মানুষ। রেল সূত্রে জানা গেছে
আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে
পরীক্ষামূলকভাবে আপ ও ডাউন
দিখা-আসানসোলে এক্সপ্রেসকে ওন্দ
(বাঁকু ডা জেলা), গড়বেতা
চন্দ্রকোণা রোড ও শালবনি স্টেশনে
এক মিনিটের জন্য থামানো হবে
এই স্টেশনগুলিতে ট্রেন টি থামানোর
দাবি দীর্ঘদিনের। দিখায় জগন্নাথ
মন্দির নির্মাণের পর থেকে এই দাবি
আপ ও জোরালো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত
রেল কর্তৃপক্ষ জেলার মানুষের এই
দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে
পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেনটি থামানোর
সিদ্ধান্ত নিল।

উল্টে গেল যাত্রীবাই
বাস, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনির্ভর, খড়গপুর, গৈরিকুমারী ও ওভারকট করতে গিয়ে বিপত্তি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় খাগপুরে টায়ার কেটে উল্টে গেছে আমসাশুলি- সদ্যগামী বাঁচাইয়া বামসা। শনিবার দিবা ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে খড়গপুর গ্রামীণাথানার সড়কায় লোকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। ভয়াবহ এক মর্মান্বন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা যাত্রীর। আহত প্রায় ১৫ জন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়েই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ এফসি হাসপাতালে পৌঁছেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) মনোরঞ্জন গুপ্তা। তিনি জানিয়েছেন, বাম্পা মেদিনীপুর থেকে দিঘা যাচ্ছিল। বাম্পা প্রায় ৭০ জন যাত্রী ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ির ধাক্কায় আহত এক শিশু,
অভিযোগকে ঘিরে ধুনুন্মার পরিস্থিতি রেজিনগরে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭
ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের গণশিক্ষা প্রসার
এবং গ্রন্থাগার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর গাড়ির কনভয়ে

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের
মন্ত্রীকেও রেজিনগর থানার কাশীপুর
-বদরনগর এলাকায় এক টি
মাদ্রাসাতে তালা বন্ধ করে আটকে



খাকা একটি গাড়িতে থাক্কা লেগে
এক নাবালকের গুরুতর আহত
হওয়াকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে
ধুমুয়ার বাঁধে গেল রেজিনগর থানা
কশিপুর এলাকায়। এই দুর্ঘটনার
পর স্থানীয় বাসিন্দারা রেজিনগর
থেকে সর্বাঙ্গপূর্ণ বাওয়ার রাজ্য সদর
দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে রাখেন।

রেখে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা। পরে রেজিনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এসডিপিও (বেলডাঙা) উত্তম কুমারের গড়াই যদিও জানিয়েছেন, রাজ্যের মন্ত্রীকে তালা বন্ধ করে রাখার মতো কোনও ঘটনা হয়নি। এলাকায়

কাঠের সাঁকো পারাপারে টোল, ফ্লোভে
ফুঁসছে গ্রামবাসী শুরু রাজনৈতিক তরঙ্গ।

নাভের প্রাণত্যাগ, চন্দ্রকানো, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ এলাকাবাসীরা নিতাদেশের যাতায়েতে তের এলাকা ছেড়ে তাকে কাঠের সাকো। সেই সাকো দুটি ঠোঙার মধ্যে বসিয়ে মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে চন্দ্রকানো।

নব্ব্ব রুকের মনোহরপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। শিলাবাড়ী নদী পঞ্চায়েতে এলাকাবাসী দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। নদীর উপর কাচা গাছা ঘাট ও রাসবাড়ীর ঘাটে কাঠের সাকো দিয়েই স্থলপন্থা থেকে নিত্যযাত্রী সকলের পারাপার চলে। বর্তমানে ওই সাকো পারাপারের জন্য ঢাকা, নেওড়া শুরু হওয়ায় ক্ষেপে তুলেছে সাধারণ মানুষ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভোটা দেওয়ার পূর্ব কবে নৈশদিন সাধারণভাবে জনা অতিরিক্ত ঢাকা দিতে হবে, তা তারা বুঝতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। বাম ও বিজেপি ভূগমল পর্যালোচিত গ্রাম পঞ্চায়েতে করা হয়েছে এই ইস্যুকে সামনে রেখে ২০২৬ সাালের নির্বাচনে হাতিয়ার করার উদ্দেশ্য দিয়েছে। অন্যদিকে, সাকোর ঠোঙার নাগো বাড়িয়ে দাবি, কীভাবে টাকা তোলা হবে তা নিয়ে তারাও অনিশ্চয়তার ভুগছেন।

শনিবার গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান রান কেটোল জানান, পঞ্চায়েতে তহবিল শূন্য থাকায় ব্যর্থ হয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তহবিল অর্থ গ্লেই পারাপারের টোল তুলে নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

নিখোঁজ দুই ছাত্র মুম্বইয়ে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহারের ঘুমুয়ার স্থিত অলা আদিন মিননে থেকে রহস্যজনকভাবে নির্বাঞ্ছ ইঙ্গপে দুই ছাত্রকে ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি পুলিশ দল বিমানে মুম্বই রওনা দেন। এই দলের সঙ্গে সঙ্গে মিলানের প্রধান শিক্ষক এবং নির্বাঞ্ছ ছাত্রেরে পরিজ্ঞও রয়েছে। তবে মুম্বই পৌঁছাতে দেীর হওয়ায় এবং আদালত বন্ধ থাকায় শনিবার থুই দুই ছাত্রকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পালে। থানা সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কোচবিহার কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই ছাত্রকে মুম্বইয়ের আগের স্টেশন মানাস্যের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। এই দুই ছাত্রের সন্তেলক ব্রজেন্দ্রেরে এস-২ সার্কেন্টের কাছে ভ্রমণ করছিল। তাদের গতিবিধা সিলেক্টিভ কমন হওয়ায় কোতো থাকা কিছু যাত্রী তাদের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময় এক যাত্রী এক ছাত্রের কাছ থেকে তার বাবার মোবাইল নম্বর নিয়ে ফোন করে পুরো দেওয়াটি জানান। ছাত্রের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করার পর পুলিশকে খবর দেয়। তারা। এরপর পুলিশ থুই ছাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছাত্রদেরে ওপর নজর রাখার অনুমোদন জানায় এবং রেল কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানায়। এর পরপরই রেলের মুম্বই কন্ট্রোল রুমে দুই ছাত্রেরে হবি পাঠানো হয়। পারস্পরিক সন্দেহের পর মুম্বইয়ের কাছে মানসার এলাকা থেকে রেল পুলিশ দুই শিক্ষকে পর সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করে। শিশুদেরে আধার কার্ড, ভোটার অর্হিটি, জন্ম শস্যাপত্র এবং অধরাইজেশন নোটর পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়। মুম্বই পৌঁছানো এক ছাত্রেরে পরিজ্ঞ জানান যে, শনি ও রবিবার আদালত বন্ধ থাকার কারণে সোমবারের আগে শিশুদেরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আপাতত সলককে অপেক্ষা করতে হবে।

সুবর্ণরেখার সিধুকানু সেতুর
কাছে আগুনে ভস্মীভূত লরি

নিজের প্রতিনিধি, বড়প্রাণ, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পন্ন ভবনটিতে যখন গেলে একটি লিড। শুক্রবার রাতের এতদ্ভায়া জেলার গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরত্না নারী শিক্ষাকানু সেতু সলপন প্রাচীনা এই ঘটনা ঘটে। আমেরিকা অগ্নিকাণ্ডে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানকার মুহুর্তে ভতার আগেই চমক লরিটি থেকে ছাড়া খোঁষা যেন হতে দেখে যায়। মুহুর্তের মধ্যেই আগুন জ্বালাব আকার নেয়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়ায় সেতুর একটি বড় অংশ ঢেকে পড়ে। অতঃপে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীত যানবাহনের চালককে। কিছুক্ষণের জন্য সেতুর উপর যান চলাচল কার্যত ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। পরে মরফক বিগতগকে জানানো হলে একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও লরিটিকে আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, আগুনে লরিটির সামনের ও মাঝের অংশ সম্পূর্ণ পুড়ে ফেটে যায়। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বাল্ভিক রিকর্ড, বাঁট সার্কিট না অন্য কোনও কারণে আগুন লেগেছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। লরিটিতে কী ধরনের পণ্য বহন করা ছিল, সেিওও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছে প্রশাসন।

ভূমিকম্পে কেপে উঠল উত্তরবঙ্গ

নাজি প্রতীক, জলপুঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার মরারভে ভূমিকম্পের আতঙ্ক প্রাণিত, ব্যাটতেই শনিবার সকাল ঘের কেঁপে উঠল সিকিমের মাটি। হস্কা ছিল ৮.৩ মিনিটে গোটাটক এবং সিকিমের অন্য বৃহৎ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুসারে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.১। তার বেশিভাগইই কিলোমিটারের মধ্যে গভীর ছিল। জানা গেছে, এবারের উৎসস্থল দক্ষিণ সিকিমের রাভাংলা। বৃহস্পতিবার মরারভে ধারাবাহিক ভাবে ১২ বার কেঁপে উঠছিল গোটা সিকিম। পশ্চিম সিকিমের গোলাংথু এলাকায় ভূগর্ভ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার নিচে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ২.২ থেকে ৪.৫ পর্যন্ত। বার বেশিরভাগই ৫ থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে গভীর ছিল। ওই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির প্রচুর ধরবাড়ি, স্কুলের দেওয়াল ও ছাদে ফাটল দেখা গেল। সিকিমের গিলাংগিষা এলাকার বিজ্ঞান স্টেশন বাড়ির দেওয়াল ও ছাদে বিপজ্জনক ফাটল দেখা গেছে। শনিবার স্থূল কর্তৃপক্ষ স্থূল সিকিম ঘুরে দেখার সময় ওই ফাটল নজরে আসে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের সাক্ষ্য কন্ডের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, কম্পন খুবই হস্কা ছিল। তবে বৃহস্পতিবার মরারভে পর থেকে মানুষ আতঙ্কিত ছিল। তাই সিকিমের মানুষ ভূত হতেই লোকজন রাস্তায় নাচেছে।

পরিস্থিতি সম্পর্গ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
আহত ওই শিশুটিকে উন্নত
চিকিৎসার জন্য মুর্শিদাবাদে
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে
ভর্তি করানো হয়ছে। স্থানীয়
রাজার গেছে, শিবদ্বার দুপুর নাগাদ
রাজার মন্ত্রী সন্দিকুলা চৌধুরী
গাড়ির একটি কনডয় রেজিনগর
খানার কাশীপুর-বদরনগর এলাকা
একটি মাত্রাসায় যাচ্ছিল। কনডয়ের
একটি গাড়ি যখন রেজিনগর
সর্বঙ্গপুর রাস্তা দিয়ে গ্রামের দিবে
প্রবেশ করছিল সেই সময় ওই গাড়ি
সঙ্গে এক শিশুর দাধ্বা লাগে।
অভিযোগ উঠেছে, শিশুটি গুরুতর
আহত হলেও রাজার মন্ত্রী গাড়ি দিয়ে
থেকে নামেননি। তার পইলট গাড়ি
যেই তিনি দ্রুত এলাকা ছেড়ে
বেরিয়ে যান। এই ঘটনার পর
বিক্ষোভ দেখাত শুরু করেন
এলাকার বাসিন্দারা। তার
রেজিনগর-সর্বঙ্গপুর রাস্তা অবরোধ
করে উদ্বেগ জনতা। অভিযোগ
উঠেছে এই সময় কাশীপুর গ্রাম থেকে
বেশ কিছু গ্রামবাসী বদরনগর
এলাকা দিয়ে মাত্রাসায় গিয়ে
বিক্ষোভ দেখান। মাত্রাসায় চলার
সময় রাজার মন্ত্রী ওই মাত্রাসায়

উপস্থিত ছিলেন বল্লভ স্থানীয় সুবে
জানা গেছে। উদ্ভক্তিত জনত
বিদ্বেষভাৱে লালৰ সময় ওঁই মাদ্ৰাসা
গেটে তাল লালিয়ে দেন বল্লভ
অভিযোগ উঠেছে। যদিও পৰে
স্থানীয় গ্ৰামবাসী হৈ তাল শুলে
পুলিশ প্ৰাৰ্থনা জনান, শৰণ
দুপুৰে দেউটা নাগাদ কাশীপু
মিলন স্বথ ক্লাৱেৰ কাছে এলাকা
বন্ধ কিছু বাচী ৰাস্তাৰ পাশে মেল
কৰিছিল। সেই সময় ৰাজ্যেৰ খল
কনভয় অত্যন্ত ক্ৰতগতিতে ওঁই
এলাকা দিয়ৈ চলে যাওয়াৰ সময়
সিদ্ধিকুল্লা চৌধুৰীৰ গাড়ীৰ ঠিক
গেছখনে থাকি একটী গাড়ীতে
আৰমান শেখ নামে এক ব্যক্তি
বল্লভ সাতকেৰ সন্তানেৰে থাক
লাগে। গুৰুতৰ আহত অবস্থায় থা
শিশুটি ৰাস্তায় পড়ে গেছে
গ্ৰামবাসীৰ মন্ত্ৰীৰ কনভয়কে ধাওয়া
কৰতে শ্ৰুত কৰেন। আনৰ শে
নামে ওঁই স্থানীয় এক বাসিন্দ
জানান, ৰাজ্যেৰ মন্ত্ৰীকে আম
প্ৰায় প্ৰতি মাসেই কাশীপু
বৰদৰণগৰে ওঁই মাদ্ৰাসায় থে
পাই। কিন্তু কী কারণে প্ৰত্যেক
মাসে ৰাজ্যেৰ মন্ত্ৰীকে একটী নিৰ্দি
মাদ্ৰাসায় আসতে হহতা আম

জানিনি। তিনি বলেন, আজ দুপুর নাগাদ কামিপুর গ্রামের ককেজ শিশু যখন রাত্তার পাশে খেল করছিল সেই সময় রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা টেগুরার কনভয়ে থাকতে একি গাড়ি এক শিশুকে ধাক্কা দেয়। এখানেই যারা গ্রামবাসীরা বহুবার মন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ির চালকদেরকে অনুরোধ করেছিলেন আহত শিশুকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। জানা। কিন্তু কোনও অনুরোধে কর্পাসত না করে মন্ত্রীর কনভয় সোজা ওই মাদ্রাসায় চলে যায়। এরপরই গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে পড়ে ফেনে এবং তারা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। ওই মাদ্রাসার দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ির চালক যে শিশুটি আহত হয়েছিল তাঁর আঘাত গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বেলাডাঙা হাসপাতালে নিয়ে যান। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেক্ষণের করে দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে শিশুটির সিটি স্ক্যান সহ আরও একাধিক পরীক্ষা চলছে।

বিনামূল্যে এইচপিএলসি পরীক্ষা ও থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা
শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

নিজস্ব পরিচিতি, বোলপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩-এই স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ।
শুধু এই রাজ্যে প্রথম নয়, গোটা ভারতে প্রথম। মুম্বইয়ের খ্যাত ধীরুভাই আদ্বানী হাসপাতাল-ই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে বোধ উদ্বোধন চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত শুরু হইবে-কেব্রারী। কোলিকাতনে ধীরুভাই ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট উপস্থিতিতে এই কর্মসূচির সূচনা করা খ্যালেসেইয়া সম্পর্কে জনসচেতন পরিষেবা রাগ নির্য এবং প্রমাণিত পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানা উদ্দেশ্যের প্রথম পর্যায়ে বিহায়ে। মাইনালেদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হবে। পরীক্ষার মাধ্যমে ও শনাক্ত করা সঠিক হবে এবং প্রত্যেকটি সাংক্ষিতিক প্রদান করা আরও এক ধাপ এগিয়ে খ্যালেসে শিশুদের আশার আলো জাগানো হয়েছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ থেকে কোলিকাতনে ধীরুভাই আদ্বানী মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের

নতুন শ্বহুরের
নস্ককারী পদক্ষেপ
সর্বপাতাল পূর্ণ। যা
কোকালাবেন
ডিকলে রিসার্চ
থ্যালসিমিয়া
লহে আগামী ৮
রানি হাসপাতাল
র প্রতিনিধিদে
হবে। এর মাধ্যমে
বুদ্ধি, প্রাথমিক
উন্নত চিকিৎসা
নেওয়া হয়েছে।
ও হাসপাতাল
হয়েছে যে এই
হাসপাতাল পূর্ণ
ও HPLC পরীক্ষা
সেসিমিয়ার বাহক
দেখাশ্বহুরকারীকে
দ্বিতীয় প্রকৃ
মেধর অর্থাৎ
স্বাস্থ্য জন্য নেওয়া
ও হাসপাতাল
হাসপাতাল ও
হাসপাতাল HLA Typ-

এ ফ্রি বোন মায়ের ট্রান্সপ্লান্ট) এবং
এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিবাহ
ফেরে সন্তেজিন স্কাড্ডে প্রথম সহ
বাবার হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ
ক্ষমা ও সচেতনতা ভবিষ্যত প্রজন্ম
ব্যায় রাখে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা
খাচ্ছে। যা থ্যালাসেমিয়া মেজাজ আ
র্থবর্ষত নতুন জীবন ফিরে পাওয়া
করে। পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত
রা যেতে পারে যে HLA Typing
প্রক্রিয়াটা করতে ৪০ থেকে ৪৫
কিন্তু এখানে এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
নয়। সমস্ত রোগীর, রাজস্ব ৮
নামনা নথিভুক্ত করেছেন। চিকিৎসা
শেই ইউদ্যোগের মূল চালিকা শক্তি
হিসেবে উঠি। এটা কেবল একটি স্বাস্থ্য
সংস্কার পরিবারের ভরসা, আশ্বাস
নামের একটি প্রচেষ্টা। থ্যালাসেমিয়া
বাতা, সহানুভূতি ও বিজ্ঞান - এ
যে একটা সুস্থ ভবিষ্যত চাওয়া সম্ভব
জরুর সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়ে গায়
মেয়েই জীবন, আর সেই জীবনে
গীর মূল লক্ষ্য। আজকের সচেতন
প্রজন্ম - এই বিশ্বে নিয়েই এগিয়ে
কোন - মেডিকেল কলেজ
সমরোপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস

‘বেআইনি’ কাজ করার গুরুতর অভিযোগ অরিজিত সিং এবং আমির খানের বিরুদ্ধে, ভাইরাল ভিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭
বেঙ্গলহািরি : ৭ গভীর রাতে
বলিউডের নাযক আমির খানকে
সঙ্গে নিয়ে 'বেআহিনিভাবে' সরকারি
কলেজে ঢুকে সেখানে দীর্ঘক্ষণ
সময় কাটানো, ব্যাডমিন্টন খেলা
শুটিং করার অভিযোগ উঠল
বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক অরিশভ
সিং-এর বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনা
নিয়ে সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন
মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের
কলেজে এই ঘটনাটি ঘটে

জেলার আসার আগেই হঠাৎ করেই অরিজিত সিং নিজের সমাজমাধ্যমের পাঠায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন তিনি আর 'প্রব্লেম' গায়ক হিসেবে নতুন কোনও 'আসাইনমেন্টে' কাজ করবেন না। ভারত বিখ্যাত গায়কের এই ঘোষণার পিছ পড়েই আমিরা খান মুর্শিদাবাদ জেলায় আসায় অনেকের ধারণা করেছিলেন অরিজিকে তার সাদাসিধে প্রত্যাহার করানোর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্তি।

ব্যক্তিগত কাজে নিরীক্ষিত আশ্রয়িতা
 বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই এসেছিলো
 এবং কলেজকে বিনা অনুমতি
 ব্যবহার করছেন স্থানীয় নাই।
 গার্ডকে প্রভাবিত করে। বিখ্যাত
 মানুষ বলেই কি তারা সব করে
 পারেন? সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
 কি এতটাই অবজ্ঞা করার মা
 বিষয়? অভিযোগ উঠেছে অজবাব
 নিজের সমাজমাধ্যমের পাতা
 নিজেই ত্যাগ এবং আমিরা খানকে
 নিয়ে কুচিহ্নেও হেঁচকা পুঁই ছা

শুক্রবার রাত্তর রানী ধন্যা কুমারী কলেজের অধ্যক্ষ অজয় অধিকারী নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় দু'টো ভিডিও-এর 'পোস্ট' করেন (যাচাই সত্যতা আমরা যাচাই করিনি) এবং সেখানে অভিযোগ করেন কলেজে কর্তৃপক্ষের কোনও অনুমতি ছাড়া রাত্তর একটার পর গোটা দশকোটা মেটরসাইকেল সহ অরিজিত সিং এবং আমি খান সরজিত সিং কলেজে প্রবেশ করছেন এবং ব্যাবাদমিন্ট শেলা এবং স্টুডিও করছেন। প্রায় এক ঘণ্টা কুড়ি কলেজি দরবল সহ অরিজিত এবং আমি খান ওই কলেজে সময় কাটানোর পর রাত্রি দু'টো ২৫ নগাদে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বম্বো অভিযোগ করেন ওই অধ্যক্ষ অজয়বাবু নিজের সমাজ মাধ্যমে পাতায় ভিডিও সহ এই অভিযোগ 'পোস্ট' করতেই মুহূর্তেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে শুরু করে। যদিও ভিডিও এক 'অসত্য' কারণে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অজয়বাবু এই ভিডিও এবং তাঁর নিজের পাতা অভিযোগ সমাজমাধ্যমের পাতা থেকে সরিয়ে দেন এবং ইরোজের লিখে দেন আমি 'পোস্টটি ডিলিট করতে বাধ্য হলাম'। প্রসঙ্গতঃ সর্বপ্রথম ভিডিওর 'মিস্টার্স পারফেক্টবলিস্ট', আমি খান তাঁর নিজস্ব কোনও 'অ্যাসাইনমেন্ট' নিয়ে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে অরিজিত সিং-এর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রায় তিন দিন আমি খান তাঁর খান বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে অরিজিত-এর বাড়িতে গিয়ে নিজের কোনও ভুল প্রোভোকেশনের কাজ করছেন বলে সূত্রের খবর। আমি খান মুর্শিদাবাদ

গেয়ে জানা যায় তারা দু'জনে কোনও একটি প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করছেন। সেই গানের 'রেকর্ডিং' সংক্রান্ত কাজে মূর্শিদাবাদে আমার এসেছেন। আমিরজাদে থাকাকালীন আমিরকে 'অরিজিভ' - এর গানের রেকর্ডিং স্টুডিওর ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুরি ওড়া দেখা গিয়েছিল। এর পাশাপাশি তারা রাস্তার অন্ধকারে ভাগীরথী বনের নৌকা বিহার করছিলেন বলেও সূত্রের খবর। আর এবার প্রকাশ্যে এলো অরিজিভ এবং আমি 'খানের 'বেআইনি' কাজের একটা ভিডিও। সূত্রের খবর রানী ধর্মকুমারী কলেজের অধ্যক্ষ অজয় অধিকারী সমাজ মাধ্যমের পাতায় ৩৫ সেকেন্ড এবং ২৬ সেকেন্ডের যে ভিডিও দু'টি পোস্ট করেছিলেন সেগুলো ছাড়াও কলেজের সিসিটিভি ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে। নিজের প্রথম পোস্টে অজয় অধিকারী লিখেছিলেন, ৩৫ সেকেন্ডের প্রথম ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রাত একটা পাঁচের সময় গোটা দেশের মোটরবুকের নিম্নে কলেজে ঢুকছেন জনক কুচি মানুষ। দ্বিতীয় ভিডিওতে ২৬ সেকেন্ডের কলেজের ইতোবাং গেমস হলর বাইরে তারা বাইক রেখে নামছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ঘণ্টা কুচি মিনিট সকলেই ছিলেন। ব্যাটমিন্টন খেলেছেন, শুটিং করেছেন এবং রাত দু'টো পঁচিলে চলে গিয়েছেন। নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় অরিজিভ সিং এবং আমি তার গানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অজয়বাবু আরও লিখেছিলেন, আমার প্রশ্ন এত রাতে একথা কলেজের সাথে কোনও কথা না বলে (অনুমতি দূরে কথ্য) এরা এখানে সামাজিক বা

পরে বাবাম মহল থেকে 'চাপ' এবং 'অনুরোধ' দু'টাই আসে বলে থাকে ওই পোস্টকে মুদ্রা ফেলা জন্য। অবশেষে চাপের কাছে নবী স্বীকার করে অরিজিত পোস্ট। আমিদের বিরুদ্ধে করা এখানেই 'ডিলিট' করে দেন অজ অধিকারী। প্রসঙ্গত অরিজি সিং এর বিরুদ্ধে এর আগেও বোম্বাই-তে কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উঠেছিল শেখর কয়েক বছর আগে। পারিবারিক একাধিক সমস্যা নিয়ে অরিজিত যখন বহরমপুর আদালতে হাজিরা করেছিল সেই সময় মুরশিদাবাদ জেলা আদালত চিত্র সাংবাদিক সৌভাগ্য সিং ডিও করতে গেলে এক চিত্র সাংবাদিককে মারধর করা অভিযোগ ওঠে অরিজিত-এর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় অরিজিত সিং জিয়াগঞ্জের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। যদিও পরে তিনি আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, যখন ঘটনা দিন অরিজিত সিং এর নামের আদালত সঙ্গী স্থানীয় কামির খানের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকদলের সঙ্গে ওই কলেজে ঢুকলে দেখা গিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল তাঁরা কলেজের অস্থায়ী নাইটিগার্ডকে ফোন করে 'চাপ' দিয়েছিল। অরিজিতের গेट খোলাতে বাধা করেছিলেন গোটা বিলাতে নামক কলেজের। গোটা বিলাতে শনিবার সকালে কলেজ অধ্যক্ষ অজ অধিকারী সঙ্গ ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন অরিজিত নিয়ে আমি আর এগোতে চাইছি না। আমাদের তরফ থেকেই থানা অভিযোগ দায়ের করা নিষেধ। কানও পোস্ট নেওয়া হয়নি। আমায় কারা প্রথমে দিলে মুছে ফেলার জন্য 'চাপ' এবং 'অনুরোধ' দু'টাই ছিল

কাটমানি রুখতে কড়া পদক্ষেপ, পূর্ব মেদিনীপুর
জেলায় পুলিশের বিশেষ হেল্পলাইন চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর,
কক্সফার্মি : সরকারি প্রকল্পের
ফেটফান (নেওয়ার অভিযোগ কক্সফার্মি
কক্সফার্মি পদক্ষেপ নিল পূর্ব মেদিনীপুর
জেলা পুলিশ। বাংলা বাতি সহ বিভিন্ন
সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে
দেওয়ার নামে উদ্ভোক্তাদের কাছ
থেকে অবৈধ অর্থ দাবি
করছেন।
জেলা পুলিশ অভিযোগ দাখিল করে
উচ্চলি জেলা অধিকার প্রাধিকার
পরিদর্শিত শনিবার সাধারণ মানুষের
স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ
হস্তশালীন নম্বর চালু করল জেলা
পুলিশ প্রশাসন। পুলিশের পক্ষ থেকে
জানানো হয়েছে, ৭০৪৭৯৮১৮০০
নম্বরে ফোন করে যে কোনও ব্যক্তি
নিজের পরিচয় গোপন রেখে
অভিযোগ জানাতে পারবেন।
অভিযোগ পাওয়া মাত্রই বিষয়টি
খতিয়ে নেওয়া হবে। আইন
ব্যবস্থা দেখা দিয়ে বলি
দিয়েছে পুলিশ। শুধু অভিযোগের
ভিত্তিতেই নয়, প্রয়োজনে স্বত
প্রণোদিত ভাবেও মামলা রুজু
করতে নামের প্রশাসন।

পুলিশের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির সূর শোনা যাচ্ছে। প্রশাসনের আশা, এই হেঙ্গলটাইন চালু হওয়ার ফলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে আর কাউকে বেআইনি অর্থ দিতে হবে না এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আরও সাহসী হয়ে সামনে আসবেন। কাস্টমার রোধে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মৃত বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি
 জয়পুর ঘুরে বাউ কেলার পথে পথ
 দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক।
 বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে জয়পুর
 থানার তালিপুকুর এলাকায় একটি
 জয়পুর ভোড়ের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে
 এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। শনিবার
 পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিষ্ণুপুর
 শহরের ছ'জন যুবক দুটি বাইক করে
 জয়পুর ভোড়ের গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার
 পর তারা বিষ্ণুপুরের দিকে ফিরছিলেন।
 তালিপুকুর এলাকায় উল্টোদিক থেকে
 আসা একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ
 হারিয়ে একটি বাইক সঙ্গেঘেঁষে ধাক্কা
 মারে। ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে
 পড়েন দুই আরোহী। গুরুতর জখম
 অবস্থায় তাদের বিষ্ণুপুর মহকুমা
 হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
 চিকিৎসকেরা বাপন মিল্লা ও অভিজিত
 কর্মকারকে মৃত ঘোষণা করেন।

Abujhuti 1 Gram Panchayat
Vill.-Jhapanagara P.O.-Keotara,
Dist.-Purba Bardhamna
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER NO.
136/ABJU/2026, Dated: 06/02/2026
Tender Ref. ID NO.
2026_ZPHD_1000683_1
The Prodhann, Abujhuti 1 Gram
Panchayat invites e-tender on behalf of
Abujhuti 1 Gram Panchayat for the work
of Construction of Children Park. Last
date of submission of Bid 16/02/2026 up
to 13.30 pm. Technical Bid Opening
Date 18/02/2026 at 02.00 pm. For details
please visit website https://
wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Abujhuti 1 Gram Panchayat

XCAV8 HYDRAULICS
PRIVATE LIMITED
3, PRAFULLA SARKAR
SARANI, KOLKATA - 700 072
CIN: 102120GJ024PT156196
PUBLIC NOTICE - CHANGE OF
REGISTERED OFFICE
 Notice is hereby given that XCAV8
 HYDRAULICS PRIVATE LIMITED,
 a company incorporated under the
 provisions of the Companies Act,
 (1956/2013), having CIN:
 102120GJ024PT156196 has
 shifted its Registered Office from
 one State to another pursuant to
 the approval of the competent
 authorities.
Old Registered Office Address:
"GF-001 MAURYANSH ELANZA,
SHYAMAL CRS RD, SATELITE,
JODHPUR CHAR RASTA,
AHMADABAD CITY, GUJARAT,
380015."
New Registered Office Address:
"2ND FLOOR, 3, PRAFULLA
SARKAR STREET, KOLKATA
(W.B.) 700072."
 The change of Registered Office
 has taken effect from **19.01.2026**
 Henceforth, all communications,
 correspondence, and notices
 should be addressed to the new
 Registered Office address only.
For and on behalf of XCAV8
Hydraulics Private Limited
XCAV8 HYDRAULICS PVT LTD,
Director
(Director)
Name: Sudhir Kumarakanti
Gohil
Date:
Place: Kolkata, West Bengal

বিজ্ঞপ্তি

আমার মজ্জল সূত্ৰাণ চক্রবর্তী স্বামী- শাস্ত্র
 চক্রবর্তী গত 28.01.15 তারিখে হাওড়া
 A.D.S.R অফিসে রেলসিকিউক I-47
 (বুক নং-IV) নম্বর পাওয়ার অফ এট্রান্সি
 বা আমোদোনালা দলব দলব, শ্রী
 সুবোধচন্দ্র বাবুরী পিতা- বালদচন্দ্র বাবুরী
 নিকট ইহতে বালী সৌজায় হাল 1096
 দাগে হাল 25809 নম্বর খতিয়ানে 697
 শতম জমি বিক্রয় করবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত
 ইহায়েনে, উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার-
 আপত্তি থাকে তিনি বালী জগন্নাথ B.L. &
 L.R.O. অফিসে এক মাসের মধ্যে
 মোমায়েগ করিবেন।

এস-এন্ড-টি সংশ্লিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং, এসআর/টি/এপি/জিডি/৫২ ও ৫৩, তারিখঃ ০৮-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নবর্ণিত অফিসার দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমঃ ১। ই-টেন্ডার নংঃ এপি-এসটি-৫২-২০২৬-০২; কাজের নামঃ জোরাইহতে-গুডস ইয়াংরে উন্নয়ন, সিটিগিডির বাবুয়া, গুডস অফিস, লেবার রেস্ট রুম, মার্চেন্ট রুম, জল সরবরাহ বাবুয়া, শৌচাগার বাবুয়া, সরঞ্জামকারী বাবুয়া ইত্যাদি (এসআর/টি সংশ্লিষ্ট কাজ)। বিজ্ঞপ্তিগত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৫,০১,৬৬১.৮৮ টাকা; বিসি সিকিউরিটিঃ ১.১৫,০০,০০.০০ টাকা। ক্রমঃ ২। ই-টেন্ডার নংঃ এপি-এসটি-৫৩-২০২৬-০২; কাজের নামঃ শৌচাগার-প্যাটামেন্ট সম্প্রসারণ, গুডস অফিস, মার্চেন্ট রুম, শৌচাগার ও পানীয় জলের সুবিধাসহ গুডস সার্কুলেটিং এলাকায় শ্রমিক শেড, কভার শেড, সিটিগিডির ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপগ্রেডেশন। (এসআর/টি সংশ্লিষ্ট কাজ)। বিজ্ঞপ্তিগত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৫,০১,৯৮২.৮৮ টাকা; বিসি সিকিউরিটিঃ ১.১৫,০০,০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৮-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘটায় এবং খুলবে ০৮-০২-২০২৬ তারিখ থেকে পরের ১। উপরেই ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.iimps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
 ডিয়ার (স্বপ্নাভাটী), আলিপুতুরার জং.
 উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
 প্রসাদচিহ্নে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 122/EO, Singur dt. 06.02.26 for Construction of 5 nos. Civil and electrical works under 15th FC within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 20/02/26. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2026_ZPHD_1000842_1 to 5)

Sd/-Executive Officer
Singur Panchayat Samity

Office of the Block Development Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 140/BDO, Singur dt. 07.02.26 for 3 nos. Civil works under APAS and SDRF within Singur Development Block, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 17/02/26. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2026_ZPHD_1001265_1 to 3)

Sd/-Block Development Officer
Singur Development Block

পূর্ব রেলওয়ে
নোটিশ আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অফসন বিজ্ঞপ্তি নং, সিওএম/সিআই/টি/নিউ প্রজেক্ট/ক্যান্টিন/২০২৬ তারিখঃ ০৫.০২.২০২৬।
 সিনিয়র ডিভিশনাল কর্মাধীশালা মনোজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল
 মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১০১১ কর্তৃক হাওড়া স্টেশনে একটি (০১) ক্যান্টিন (এস
 টি/এপি/টি) মরার ক্ষেত্রে একটি (০১) ক্যান্টিন (সি কাটাগরি), রামপুরহাট স্টেশনে একটি
 (০১) মোবাইল ফুড ভ্যান (এ কাটাগরি) এবং উত্তরগাঙ্গা স্টেশনে একটি (১) (সি কাটাগরি)
 একটি মোবাইল ফুড ভ্যান ০৫ বছরের জন্য বারাদ করা হয়েছে। আরও তথ্যের জন্য ই-অফসন
 বিল্ডিং খাউন্সলের মাধ্যমে www.iimps.gov.in দেখুন। ক্যান্টিন নং, একত্রিক-ক্যান্টিন
 এজেন্ডিউজি। এনইউই নং, লট নং/কাটাগরি: বিবার; ট্রা/নিউ: বন্ধের তারিখ ও সময়;
 টেন্ডারের প্রয়োজন ব্যতীক্রমঃ এএ/১; একত্রিক-এজেন্ডিউজি-এজেন্ডিউজি-এসটিজেন-
 ৫৬-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্ট্যাটিক জেনারেল); হাওড়া স্টেশন, পার্সেল
 এলাকা/পার্সেল শেড-১১-০৮ কাছের পাঁচ (০৫) বছরের জন্য ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা এবং
 রক্ষণাবেক্ষণ; ১৮২৬; ১৮-০২.২০২৬, ১৮.০০ ঘটায়; এএ/১; একত্রিক-এজেন্ডিউজি-এসটিজেন-
 এমইউজি-এসটিজেন-৬৮-২৬-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্ট্যাটিক জেনারেল);
 মগুরা স্টেশন ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ; ১৮২৬;
 ১৮.০২.২০২৬, ১৮.০০ ঘটায়; এএ/১; একত্রিক-এমইউজিউজি-এসটিজেন-১৮২৬-১
 স



GOVERNMENT OF INDIA

পরিচ্ছন্নতা মর্যাদা নিশ্চিত করে, স্বাস্থ্য একটি শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলে

স্যানিটেশন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য, শৌচাগার, কমিউনিটি স্যানিটেশন কমপ্লেক্স এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।



বিকশিত ভারত-রোজগার এবং আজীবিকা মিশনের গ্যারান্টি (গ্রামীণ) : ভিবি জি রাম জি

(উন্নত ভারত - জি রাম জি) আইন, ২০২৫

১২৫ দিনের নিশ্চিত মজুরি কর্মসংস্থান



ছক্কার বৃষ্টিতে মাতালেও এখনই জাতীয় দলে নয় বৈভব!

মুম্বাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ছক্কার ফুলঝুরি, রানের পাহাড় আর একের পর এক রেকর্ড-চ্যাদ বছর বয়সেই বৈভব যা করে দেখিয়েছে, তা দেখে অবাক গোটা ক্রিকেটবিশ্ব। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ১৭৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস, এক ম্যাচেই ১৫টি ছক্কা, পুরো টুর্নামেন্টে জুড়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, ফাইনালের ম্যাচ সেবা এবং টুর্নামেন্ট সেবা-একজন কিশোরের কাছে এত সাফল্য একসঙ্গে খুব কমই দেখা যায়। তার উপর আইপিএলেও নিজের নামের পাশে বসিয়েছে একাধিক নজিরা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে-তাহলে আর দেরি কেন? এখনই কি জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার সময় নয় বৈভবের? বিহারের এই বিশ্ময় বালকের ব্যাটিং দেখে অনেক ক্রিকেটপ্রেমীরই দাবি, তাকে অবিলম্বে সিনিয়র দলে সুযোগ দেওয়া উচিত। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শুরুর আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং ক্রিকেট মহলে জোর আলোচনা চলছিল-এই বিশ্বকাপেই বৈভবকে জাতীয় দলের স্কেয়াডে রাখা হোক। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই মুহূর্তে বা আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতের সিনিয়র দলের জার্সিতে বৈভবের মাঠে নামা সম্ভব নয়। তার কারণ ক্রিকেটায় নয়, বরং আইসিসির একটি স্পষ্ট নিয়ম। আইসিসির বিধি অনুযায়ী, কোণ্ড ও ক্রিকেটারকে আন্তর্জাতিক স্তরে সিনিয়র দলের হয়ে খেলতে হলে ন্যূনতম ১৫ বছর বয়স হতে হয়। এই বয়সসীমার আগে সাধারণভাবে কোনও ক্রিকেটারকে আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলার অনুমতি দেওয়া হয় না। বর্তমানে বৈভবের বয়স মাত্র ১৪ বছরের কিছু বেশি। আগামী ২৬ মার্চ সে ১৫ বছরে পা দেবে। অর্থাৎ তার আগে চাইলেও বিসিসিআই তাকে জাতীয় দলে নামাতে পারবে না। এই বয়স-সংক্রান্ত নিয়মটাই আপাতত বৈভবের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার প্রতিভা, ফর্ম বা আত্মবিশ্বাস-কোনও কিছু নির্যেই প্রশ্ন নেই। বরং অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের থেকেও বেশি পরিণত দেখিয়েছে তার ব্যাটিং। চাপের ম্যাচে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয়, সেটা সে প্রমাণ করেছে বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো বা মফেই। কিন্তু নিয়মের বাইরে গিয়ে কিছু করার সুযোগ নেই বললেই চলে। তবে আইসিসির নিয়মে একটি ব্যতিক্রমের কথাও উল্লেখ করা আছে। যদি ১৫ বছরের কম বয়সি কোনও ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে বোর্ড মনে করে যে তার পর্যাপ্ত ম্যাচ অভিজ্ঞতা রয়েছে, মানসিকভাবে সে পরিণত এবং শারীরিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ধকল সামলাতে সক্ষম, তাহলে বিশেষ অনুমতির জন্য আইসিসির কাছে আবেদন করা যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বিসিসিআইকে আইসিসির কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট সহ চিঠি লিখতে হবে। আইসিসি সেই আবেদন খতিয়ে দেখে অনুমতি দিলে তবেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামার ছাপত্র মিলতে পারে।

‘এ গ্রেডে শুধু গিল-বুমরা-জাদেজা, ‘বি’তে বিরাট-রোহিত, বাদ শামি

মুম্বাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে বিসিসিআই। ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তির তালিকায় এবার আসছে একাধিক বড়সড় পরিবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা ‘এ প্রাস’ গ্রেড তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত, আর তার সঙ্গেই বদলে যাচ্ছে দেশের তারকা ক্রিকেটারদের গ্রেডেশন। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়-ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা আর শীর্ষ গ্রেডে নেই। বরং তাদের রাখা হচ্ছে ‘গ্রেডে’ এর আগে বিরাট ও রোহিত দু’জনেই ‘এ প্রাস’ গ্রেডে ছিলেন। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে তাদের ভূমিকা ও ফরম্যাট। দু’জনেই টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন এবং এখন কেবল ওয়ানডে খেলছেন। এই বাস্তবতাকেই সামনে রেখে বিসিসিআই নতুন গ্রেডেশন কাঠামো তৈরি করেছে। বোর্ড সূত্রের খবর অনুযায়ী, দীর্ঘ বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-বিরাট ও রোহিতকে ‘এ গ্রেডে রাখা হবে না, তারা থাকবেন ‘বি গ্রেডে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে

বোর্ড কর্তাদের মধ্যে বিস্তার আলোচনা হয়। একদিকে তাদের অভিজ্ঞতা ও অবদান, অন্যদিকে ফরম্যাটে উপস্থিতি-এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় রেখেই শেষ পর্যন্ত ‘বি গ্রেডে রাখার সিদ্ধান্তে পৌঁছান কর্তারা। ফলে ভারতীয় ক্রিকেটে এক যুগেরও বেশি সময় রাজত্ব করা দুই তারকা এবার গ্রেডেশনের দিক থেকে পিছিয়ে পড়লেন। বরং সেই জায়গা দখল করেছেন শুভমান

মাত্র তিনজন ক্রিকেটারকে-শুভমান গিল, জশপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাদেজা। গিল এখন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। বুমরা খেলছেন তিন ফরম্যাটেই এবং দলের বোলিং আক্রমণের মূল স্তম্ভ। আর জাদেজা যদিও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন, তবু টেস্ট ও ওয়ানডেতে তার গুরুত্ব অপরিণীম। এই তিন ক্রিকেটারের ফরম্যাট উপস্থিতি ও প্রভাব বিচার করেই তাদের ‘এ গ্রেডে রাখা হয়েছে। পুরুষ ক্রিকেটারদের গ্রেডেশন তালিকা: গ্রেড ‘এতে শুভমান গিল,

জশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা। গ্রেড ‘বি-তে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, কেএল রাহুল, হার্পিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ সিরাজ, ঋষভ পণ্ড, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়াস আহিয়ার। গ্রেড ‘সি-তে রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অক্ষর প্যাটেল, তিলক বর্মা, রিদ্ধু সিং, শিবম দুবে, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আকাশ দীপ, ধ্রুব জুরেল, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, সাই সুদর্শন, রবি বিস্ফেই। ‘বি গ্রেডে জায়গা পেয়েছেন একাধিক পরিচিত নাম। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব রয়েছেন এই ক্যাটাগরিতেই, কারণ তিনি এখন শুভমাত্রা একটি ফরম্যাটে খেলছেন। একই কারণে এই গ্রুপে রাখা হয়েছে হার্পিক পাণ্ডিয়া, লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পণ্ডকেও। তরুণদের মধ্যে যশস্বী জয়সওয়াল ও কুলদীপ যাদবও ‘বি গ্রেডেই রয়েছেন। সবচেয়ে বড় চমক, এবারের চুক্তির তালিকায় নেই মহম্মদ শামির নাম। চোট ও ফিটনেস সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন

ইডেনে বিশ্বকাপের শুরু, বাংলাদেশহীন মঞ্চে সুযোগের খোঁজে স্কটল্যান্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইডেন গার্ডেন্স মানেই গার্ডন, উম্মাদনা আর ক্রিকেটায় আবেগের বিস্ফোরণ। বিশ্বের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী এই স্টেডিয়ামে পা রাখলেই সাধারণত শিরশিরে উত্তেজনা টের পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো মেগা টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সেই ইডেনেই যেন নিজের চেনা রূপ হারিয়েছে। গ্যালারিতে দর্শকদের ভিড় নেই, নেই ঢাকের তালে তালে উদ্দামনা, নেই জাতীয় পতাকার রঙিন ঢেউ। কার্যত খাঁ খাঁ করছে গোটা স্টেডিয়াম। এমন দৃশ্য কেবল অনভিপ্রেতই নয়, ক্রিকেটপাগল এই শহরের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এই নিষ্ঠুরতার মধ্যেই শুরু হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ ম্যাচ। টস জিতে স্কটল্যান্ডের অধিনায়ক রিচি বেরিংটন প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। মাঠে তখন দুই দলের ক্রিকেটাররা প্রস্তুত, কিন্তু গ্যালারির শূন্যতা চোখে পড়ার মতো। বিশ্বকাপ চলেছে, অর্থাৎ উসবের আবহ নেই-এই বৈপরীত্যটাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। সিএই স্ট্রেডে জানা গেছে, প্রথম ম্যাচের জন্য টিকিট বিক্রি হয়েছে মাত্র তিন হাজারের কাছাকাছি। পরবর্তী ম্যাচগুলির টিকিট বিক্রির হার্বিটা নাকি আরও হতাশাজনক। এমন পরিস্থিতি হ্রাসে তৈরি হত না, যদি নির্ধারিত দল হিসেবে বাংলাদেশ এই

বিশ্বকাপে অংশ নিত। ইডেনে বাংলাদেশের ম্যাচ মানেই আলাদা উদ্দামনা-সেটা অতীতে বহুবার প্রমাণিত। ওপার বাংলা থেকে হাজার হাজার দর্শক যেমন ছুটে এসেছেন, তেমনই এপারের বহু মানুষও বাংলাদেশের সমর্থনে গলা ফাটিয়েছেন। সেই আবেগের কথা মাথায় রেখেই আইসিসি বাংলাদেশের একাধিক ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে আয়োজনের সিদ্ধান্ত

হয়তো বাংলাদেশের ক্রিকেটকেই বইতে হবে। কারণ তাদের জায়গায় যে স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে, তারা কাগজে-কলমে ‘ছেটি দল’ হলেও মাঠের পারফরম্যান্সে মোটেও পিছিয়ে নেই। পরিসংখ্যানই তার বড় প্রমাণ। শেষ তিনটি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জয় সংখ্যা যেখানে মাত্র সাতটি, সেখানে স্কটল্যান্ড জিতেছে ছয়টি ম্যাচ। শুধু তাই নয়, এই জয়ের তালিকায়



নিয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব পরিকল্পনাই ভেঙে গেছে। শ্রেফ ইগোর লড়াইয়ে বিশ্বকাপ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তার ফল শুধু যে বিশ্বকাপের জৌলুস কিছুটা কমেছে, তা নয়-দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিটা

রয়েছে ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দল, আজকের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সরাসরি লড়াইয়ে বাংলাদেশও। অর্থাৎ সুযোগ পেলে যে স্কটল্যান্ড বড় মঞ্চে নিজের মেলো ধরতে পারে, সেটা বারবার প্রমাণ করেছে। এই অতীত সাফল্যের স্মৃতিই স্কটল্যান্ড শিবিরের সবচেয়ে

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ফুটবলের ফাইনালে বাংলাদেশকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্লু-গার্লস

পোখরা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নেপালের পোখরায় অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে শক্তি ও আধিপত্যের অনবদ্য প্রদর্শন করল ভারত। শনিবারের ফাইনালে চিত্রপ্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ট্রফি জিতে নিল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দল। গ্রুপ পর্বের বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ভারত। ফাইনালের মধ্যে সুদে-আসলে তুলে নিল নীল-জার্সির মেয়েরা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় ভারতকে। প্রথম মিনিট থেকেই বলের দখল ধরে রেখে বাংলাদেশের রক্ষণে একের পর এক চাপ সৃষ্টি করে তারা। এর ফলও আসে দ্রুত। ম্যাচের প্রথমার্ধে ভারত তুলে নেয় দুই গোল, যা কার্যত ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে আসে। বাংলাদেশের রক্ষণভাগ একাধিকবার প্রতিরোধ গভীর স্টোপ করলেও ভারতের গতিময় আক্রমণের সামনে তারা বারবারই বিপর্যস্ত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ধারালো হয়ে ওঠে ভারতীয় আক্রমণ। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি

নিজেদের দখলে রেখে বাংলাদেশকে কার্যত নিজেদের অর্ধে আটকে দেয় ভারত। একের পর এক নিখুঁত পাসিং, দ্রুত উইং আক্রমণ এবং সুযোগ বুঝে শট নেওয়ার প্রবণতা বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তোলে। ফলস্বরূপ আসে আরও দুটি গোল। শেষ পর্যন্ত ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ভারত। এই জয়ের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় গ্রুপ পর্বের ফলাফল মাথায় রাখলে। গ্রুপ লিগে ভারতের বিরুদ্ধে ২-০ গোলের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে ভারত কিছুটা ছদ্মছাড়া ফুটবল খেললেও ফাইনালে সম্পূর্ণ অন্য এক চেহারায় ধরা দেয় তারা। পরিকল্পনা, আত্মবিশ্বাস এবং মাঠের পারফরম্যান্স-সব দিক থেকেই বাংলাদেশকে ছাপিয়ে যায় ভারত। এই ফাইনাল ছিল শুধুই একটি ট্রফির লড়াই নয়, বরং মানসিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচ। বিশেষ করে ২০২৪ সালের বিতর্কিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের স্মৃতি এখনও দুই দলের কাছেই তাজা।

আমেরিকার মতো তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচ হলেও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ মানেই আলাদা চাপ। তার উপর ওয়াশিংটনের উইকেটে বোলারদের সীসা সবসময়ই বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকে। বুমরাহ না থাকলে তেখা ওভারে বোলিং সামলাবে কে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। অর্শদীপ সিং বাঁহাতি পেসার হিসেবে কার্যকর হলেও, বুমরাহর অভিজ্ঞতা ও ইয়াকেরের বিকল্প যে নেই, তা বলাই বাহুল্য। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই একাধিক প্রশ্নচিহ্নের মুখে টিম ইন্ডিয়া। প্রথম একাদশ গঠন থেকে শুরু করে বোলিং কন্ট্রোলেশন-সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা। উদ্বোধনী ম্যাচে ফল যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুতেই চাপে পাচ্ছে ভারতীয় শিবির। এখন দেখার, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও সৌভাগ্য গম্ভীরের দল কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং অনিশ্চয়তাকে কত দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারে।





বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ধাক্কা, উদ্বোধনী ম্যাচে নেই বুমরাহ

মুম্বাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বকাপ শুরুর মুখে টিম ইন্ডিয়ার দুশ্চিন্তা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। একের পর এক চোট আর অনিশ্চয়তা ভারতীয় শিবিরকে ফেলেছে বড় সমস্যায়। আগেই চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন তরুণ পেসার হর্ষিত রানা। এবার সেই তালিকায় যোগ হল আরও বড় নাম-জশপ্রীত বুমরাহ। শনিবার ওয়াশিংটনে আমেরিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলতে পারবেন না ভারতের প্রধান পেসার। জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল থেকেই জ্বরে ভুগছেন বুমরাহ। শারীরিক অবস্থা পুরোপুরি ঠিক না থাকায় তাঁকে নিয়ে কোনও বুঁকি নিতে চাইছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ভারতের বোলিং আক্রমণের সবচেয়ে বড় অঙ্গকে ছাড়াই নামতে হতে চলেছে। আর তাতেই প্রথম একাদশ সাজানো নিয়ে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে কোচ সৌভাগ্য গম্ভীরকে। হর্ষিত রানা আগেই

ছিটকে যাওয়ায় পেস বিভাগে ভারতের হাতে বিকল্প ছিল সীমিত। তার উপর বুমরাহ না খেললে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। এমন অবস্থায় তার পরিবর্ত হিসেবে একাদশে ঢুকতে পারেন সদ্য দলে ডাকা মহম্মদ সিরাজ। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং তার সঙ্গে নতুন বলে আক্রমণের দায়িত্ব সামলাতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। বুমরাহ যদি উদ্বোধনী ম্যাচে না খেলেন, তাহলে এই মুহূর্তে ভারতের হাতে কার্যত মাত্র ১৬ জন ফিট ক্রিকেটার থাকবেন। ওয়াশিংটন সুন্দর এখনও বেসালুর্কর সেন্টার অফ এঞ্জেলসে রিহ্যাব পর্বে রয়েছেন। পুরোপুরি ফিট হয়ে তিনি কবে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। বোর্ড সূত্রের খবর, দিল্লিতে দলের পরবর্তী ম্যাচের আগেই তিনি টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেলেও দলের এক গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার এখনও মাঠের বাইরে-এই বাস্তবতা নিঃসন্দেহ ভারতীয়

শিবিরের জন্য উদ্বেগের। বিশ্বকাপ অভিযানের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে হর্ষিত রানার ছিটকে যাওয়া ছিল প্রথম বড় ধাক্কা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে ফিফিং করার সময় হঠাৎ করে চোট পান তিনি। স্ক্যানের পরই জানা যায়, এই বিশ্বকাপে আর খেলা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তরুণ হলেও সাম্প্রতিক সময়ে হর্ষিতকে নিয়ে বড় পরিকল্পনা ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের। সেই পরিকল্পনা ভেঙে যাওয়ার রেশ কাটিতে না কাটিতেই এল বুমরাহর অসুস্থতার খবর। বুমরাহর বিষয়টি নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট একেবারেই তাড়াহুড়ো করতে নারাজ। সূত্রের খবর, তাঁকে অন্তত উদ্বোধনী ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত। পরের ম্যাচগুলির দিকে তাকিয়েই তাঁকে শতভাগ ফিট করে তোলাই এখন প্রধান লক্ষ্য। তবে এই সিদ্ধান্তে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের ক্ষোভও উসকে উঠেছে। কারণ বুমরাহর চোট-সমস্যা নতুন নয়। প্রায় চোটের কারণে কয়েক মাঠের বাইরে

থাকতে হয়। তার সঙ্গে যোগ হয় ‘ম্যানেজমেন্ট’-এর যুক্তিতে বিশ্রাম। এবার বিশ্বকাপের শুরুতেই তার অনুপস্থিতি অনেকের কাছেই হতাশাজনক। হর্ষিতের জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে মহম্মদ সিরাজকে। টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেটে সিরাজ ভারতের অন্যতম ভরসার নাম হলেও টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে তিনি নিয়মিত নন। সাম্প্রতিক নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়ানডে সিরিজ খেললেও জাতীয় দলের হয়ে শেষবার টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪ সালের জুলাইয়ে। তারপর দীর্ঘদিন তাঁকে গম্ভীর। এক অর্ধে বলা যায়, সৌভাগ্যে প্রায় ব্রাহ্মত্ব করে রাখা হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সেটআপে। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাতে বাধ্য করেছে টিম ইন্ডিয়াকে। এখন সেই সিরাজকেই ভরসা করতে হচ্ছে গম্ভীরকে। অভিজ্ঞতা আছে, বড় ম্যাচের চাপ সামলানোর ক্ষমতাও রয়েছে-এই দুটো দিক মাথায় রেখেই

তাঁকে দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আমেরিকার মতো তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচ হলেও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ মানেই আলাদা চাপ। তার উপর ওয়াশিংটনের উইকেটে বোলারদের সীসা সবসময়ই বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকে। বুমরাহ না থাকলে তেখা ওভারে বোলিং সামলাবে কে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। অর্শদীপ সিং বাঁহাতি পেসার হিসেবে কার্যকর হলেও, বুমরাহর অভিজ্ঞতা ও ইয়াকেরের বিকল্প যে নেই, তা বলাই বাহুল্য। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই একাধিক প্রশ্নচিহ্নের মুখে টিম ইন্ডিয়া। প্রথম একাদশ গঠন থেকে শুরু করে বোলিং কন্ট্রোলেশন-সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা। উদ্বোধনী ম্যাচে ফল যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুতেই চাপে পাচ্ছে ভারতীয় শিবির। এখন দেখার, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও সৌভাগ্য গম্ভীরের দল কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং অনিশ্চয়তাকে কত দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারে।